10

আইনের ধারাপাত সিরিজ গ্রন্থ - ১০

সল্যুশন ও রিভিশন বুক

বার কাউন্সিল ও জুডিসিয়ারি পরীক্ষা
বিগত সালের এমসিকিউ প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ আলোচনা

মুরাদ মোর্শেদ
জাহিদুল ইসলাম
নাবিল নিয়াজ

www.juicylaw.com
the law juicer
আইনকানুন
আইন পাঠের আনন্দধারা
বাংলায় বাঙময়
সম্পাদনা সৌকর্য

আইনের ধারাপাত সিরিজ গ্রন্থ - ১০

বার কাউন্সিল ও জুডিসিয়ারি এমসিকিউ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য

সল্যুশন ও রিভিশন বুক

বিগত সালের প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যাসহ আলোচনা

প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ২০২২

বইটির নমুনা পিডিএফ

[এই পিডিএফ এ বইয়ের কিছু প্রতিনিধিত্বশীল পৃষ্ঠার পিডিএফ দেওয়া হলো। আশা করি এখান থেকে আপনারা আমাদের বই সম্পর্কে প্রপার ধারণা পাবেন, যা আপনার এই বইটি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্তের সহায়ক হতে পারে। মনোযোগ দিয়ে একে একে লেখকগণের ভূমিকাসমেত অন্যান্য নির্দেশনা ও বইয়ের ভেতরের কিছু পৃষ্ঠা দেখতে থাকুন।]

বইটি সংগ্রহ করতে ফোন দিন

০১৯৪৩-১৮৫১২২

অথবা

০১৭১১-১৪০৯২৭

অথবা

০১৩০৯-৫৪১৫৬৫]

লেখকবৃন্দের ভূমিকা

এই বইটি আরো মাস ৫/৬ আগে প্রকাশিত হবার কথা ছিলো। তখন থেকে আমাদের অনলাইন ও ফার্মগেট শাখার ছাত্রদের বলে আসছি যে, বইটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। কিন্তু, মাসের পর মাস পিছিয়ে এতো দেরিতে প্রকাশিত হওয়ায় আমরা সংকোচ বোধ করছি যে, শিক্ষার্থী-পরীক্ষার্থীগণ হয়তো ভাবছেন যে, না জানি কি একটা বিশাল হাতি-ঘোড়া উপহার দেবো এই বইয়ের মাধ্যমে! কিন্তু, হাতি ঘোড়া হয়নি বটে, তবে যেটুকুন আছে সেটি অনেক কাজে দেবে বিশেষত পরীক্ষার ঠিক আগের মাসটুকুতে। এই বই দেখে প্রপারলি রিভিশন দিলে আশা করি সম্ভাব্য বেশিরভাগ প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্য আপনাদের কাজে দেবে পরীক্ষার হলে। এই বইয়ে কীভাবে কী কী বিন্যস্ত আছে এবং সেগুলো পাঠ করার বিবেচনাসমূহ কী বা কেমন হবে সেটি সম্পর্কে 'বইটি কীভাবে পড়বেন' শীর্ষক আলোচনা দেখে নেবেন। ফলে, সে বিষয়ে এখানে আর বিস্তার না করি।

এই বইটি ২০২০ সালের এমসিকিউ পরীক্ষার আগে অন্যতম জনপ্রিয় বই ছিলো। ব্যাপক চাহিদা থাকার পরেও দেরিতে বইটি প্রকাশিত হলো – এটিই আমাদের আনন্দের বিষয়। তবে, বলা বাহুল্য এই বইয়ের ভেতরে জুডিসিয়ারির আইন অংশের সব প্রশ্ন, এবং ২০২০ সালের বার কাউন্সিল এমসিকিউ প্রশ্নের ব্যাখ্যা যুক্ত যেমন করা হয়েছে, তেমনি বইটির নিবন্ধ ও চার্টগুলো যেকোনো শিক্ষার্থীর জন্য খুবই কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে বিশেষত পরীক্ষার আগের সময়টুকুতে।

সহকারী জজ ফজলে রাব্বি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও এই বইয়ে জুডিসিয়ারির বিগত সালের প্রশ্নের অংশটুকুন লিখে দিয়ে বইটিকে আরো পূর্ণাঙ্গ করেছেন। ফজলে রাব্বি আমাদের প্রকাশিতব্য একাডেমিক বইগুলোর লেখক হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন খুব শীঘ্রই। তাঁর লেখনি আইন জগতে ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হবে এই আশাবাদ রয়েছে। এই বইয়ে শত ব্যস্ততার মাঝেও তার অবদানের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা রইলো।

বইটি কেন 'আইনের ধারাপাত সিরিজ' গ্রন্থের ১০ নং সিরিজ – এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। আইনের ধারাপাত সিরিজের আনুমানিক ১৫টি বই ২০২২ সাল পুরোটা জুড়ে প্রকাশিত হতে থাকবে। এর বেশিরভাগই একাডেমিক বই। কিন্তু, আসন্ন বার কাউন্সিল এমসিকিউ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে সিরিজের ১০ নং বইটি আগেই প্রকাশ করতে হলো। ১১ নং বইটিও [মডেল টেস্ট বই, যার নাম 'প্র্যাকটিস বুক'] আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে বাজারে চলে আসবে বলে আমরা আশাবাদী। ফলে, এটি আমাদের সিরিজের ১০ নং বই।

এই বই প্রস্তুতকালীন সময় এবং ধারণাগত ও বানানগত প্রুফ সংক্রান্ত যাদের সহযোগিতা নিয়েছি তাদের কথা এক নিঃশ্বাসে না বললেই নয়। তাঁরা হলেন – শ্রম আদালত, ঢাকার রেজিস্ট্রার মোঃ ওয়াসিউর রহমান, অ্যাডভোকেট নাহিদা খানম, অ্যাডভোকেট রবিউল আলম, আমার ছাত্র সৈকত মাহমুদ এবং জহিরুল ইসলাম জাভেদ। এছাড়াও আরো অনেকেরই সহযোগিতা, আইনগত মতামত ইত্যাদি নিয়েছি প্রতি মুহূর্তেই। তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা অশেষ।

না বললেও চলে, কিন্তু বলেই রাখি যে, সাক্ষ্য আইনের জন্য সময় ও মেহনত কম দিতে পেরেছি আমরা। বিশেষত এর তত্ত্বীয় কাঠামো এবং এর বিন্যাসগত নানান দিক আলোচনা আরো করা যেতো। আশা করি, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবে, অনলাইনে সুযোগ-সময় পেলেই নানা বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে থাকবো এবং আপনাদের জন্য সকলের জন্যই তা পাবলিকলি ছেড়ে দেবো।

মানুষ অসীম সম্ভাবনাময় প্রাণী; কিন্তু একইসাথে আমরা সীমাবদ্ধও বটে। আত্মবিশ্বাস সহকারে নানা কথা বললেও নিজেরও অজান্তে সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আর দশটা মানুষের মতোই আমি বা আমরাও রক্তে-মাংসে-দোষে-গুণেই মানুষ। যেকোনো বিচ্যুতি-ত্রুটির দায় লেখকেবৃন্দের। জানাতে সংকোচ করবেন না; কৃতজ্ঞ থাকবো; কেননা, আনুষ্ঠানিক পড়ালেখা হয়তো অনেক আগেই চুকিয়েছি, কিন্তু দুনিয়ার নিত্যদিনের চলমান পাঠশালা কবর পর্যন্ত থাকবে – এমনটাই মনে করি।

মুরাদ মোর্শেদ, জাহিদুল ইসলাম ও নাবিল নিয়াজ

৭ জানুয়ারি, ২০২২, ঢাকা।

বইটি কীভাবে পড়বেন?

মাথার বালিশের কাছে বই রেখে রসিকতা তো প্রায়ই করি যে, এতেই বই মাথায় ঢুকে যাবে! অথবা বিদ্যার্জন নিয়ে নানা রসিকতা চালু থাকলেও এটি কিন্তু নির্মম বাস্তবতা যে, কোনো একটি বই তখনই কাজে লাগে যখন তা সঠিক নিয়ম অনুসারে পাঠ করা হয় এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকে একজন পাঠকের। এ বিষয়ে পরামর্শ আসলে সকলের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু, দুর্বলতম শিক্ষার্থীও যেন বইটি পাঠের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধায় না পড়েন সেজন্যই এই কথামালা ও নির্দেশনার অবতারণা।

বইটির উদ্দিষ্ট পাঠক কারা?

একবার এক মাতালকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, আপনি কখন কখন মদ খেতে পছন্দ করেন? মাতাল বলেছিলো – আমি মাত্র দুই সময়ে নেশা করি। কোন কোন সময় জানতে চাওয়া হলে সেই মাতাল উত্তর করেন যে, যখন বৃষ্টি হয় তখন। কৌতুহলী প্রশ্নকর্তা সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলেন – আর কোন সময়? মাতাল বললো – আরেকটা সময়, যখন কিনা বৃষ্টি হয় না!

তার মানে বৃষ্টি হলেও মাতাল মদ খায়। বৃষ্টি না হলেও খায়! এর মানে সে সবসময়ই মদ খায়। তো, এই বইটি সেরকম একটি বই যে বই সকলেরই কাজে লাগবে। বৃষ্টি হলেও কাজে দেবে, বৃষ্টি না হলেও কাজে দেবে। আপনি ভালো পড়ুয়া হলেও কাজে দেবে। আপনি ব্যস্ততার কারণে প্রস্তুতির দৈনদশার ভেতরে থাকলেও কাজে দেবে। আপনি অনলি বেয়ার এক্ট পড়ুয়া ভালো ছাত্র হলেও কাজে দেবে। আপনি গাইড বই মুখস্থ করা শিক্ষার্থী হলেও কাজে দেবে। আপনি পরীক্ষার দুই মাস আগেও শুরু করলে কাজে দেবে। যেভাবেই আপনি প্রস্তুতি নিয়ে থাকুন কেন কিংবা যত্তোসব অপ্রস্তুতি নিয়ে থাকুন না কেন এই বইটি তাদের সকলের জন্যই। আসন্ন বার কাউন্সিল পরীক্ষা নিয়ে এই বইটি অতি আবশ্যকীয় একটি বই।

এই বইটির উদ্দেশ্য কী?

যাদের খুব ভালো প্রস্তুতি আছে তারা এই বইটিকে প্রধানত রিভিশনমূলক বই হিসেবে কাজে লাগাতে পারেন। কেননা, পড়া যদি মোটামুটি ভালোভাবে হয়ে থাকে তাহলে বিগত সালের প্রশ্নগুলোকে ব্যাখ্যা করার সময় কোনো না কোনোভাবে উক্ত ধারা বা সংশ্লিষ্ট ধারাগুচ্ছ নিয়ে ধারণা ও তথ্য থেকে পড়াটিকে একত্রে মনে রাখতে সহায়ক হবে। উক্ত ব্যাখ্যা ও তথ্যের ভেতরেই ভবিষ্যতের অনেক প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। সেই তথ্যগুলো নিশ্চয়ই যেকোনো গাইড বই অথবা বেয়ার এক্ট পড়ার সময় গুরুত্ব দিয়ে পড়েছেন বা সংকলিত করেছেন, কিন্তু সেগুলোর একটা গুড রিভিশন হবে বা স্মৃতিশক্তির চর্চা বাড়বে।

যাদের মাঝারি বা কম প্রস্তুতি, তাদের জন্য এই বইটি একটি ভালো সম্বল হতে পারে পরীক্ষার বৈতরণী পার হবার জন্য। প্রথমত, যাদের লিগ্যাল কনসেপ্ট দুর্বল, তাদের জন্য যেকোনো বইয়ের তুলনায় সংক্ষিপ্ততর গোছানো আলোচনায় এর চেয়ে সহজভাবে বোঝার সুযোগ কমই আছে। আবার, আইনগুলোকে কীভাবে কোন ভঙ্গিতে বোঝার চেষ্টা করতে হবে তার নির্দেশনাগুলো পড়া ও তা উপলব্ধিতে নেবার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ফলে, এই বইয়ের উদ্দেশ্যের দিক থেকে আমরা এটি বলতে পারি যে, এই বইয়ের মাধ্যমে আপনি প্রস্তুতির যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, আপনার দুর্বল প্রস্তুতিকে ন্যূনতম একটি মাত্রায় নিয়ে যেতে এই বইটি সহায়ক হবে অথবা আপনার সবল প্রস্তুতিকে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

নিবন্ধগুলোর গুরুত্ব কোথায় কোন প্রসঙ্গে?

আমরা প্রতিটি সাবজেক্ট বা আইনের একটি সাধারণ পরিচয় তুলে ধরেছি এমনভাবে যেন, সেই নিবন্ধগুলো কোনো না কোনোভাবে আইনের মূল তত্ত্বীয় কাঠামোসমেত পরীক্ষার উপযোগী করে কোন অধ্যায় কীভাবে পড়তে হবে বা তা কোন

কোন অংশে বিভক্ত করে পড়তে হবে তার নির্দেশনা পেয়ে যান। যেমন, দণ্ডবিধি পড়ার সময় সংজ্ঞা ও শাস্তির ধারা একটি কমন কাঠামো। সেগুলোর ভেতরে কখনো ছন্দবদ্ধ ধরণ রয়েছে যা আবিষ্কার করে ফেলতে পারলে সহজেই মনে থাকবে। সাথে তত্ত্বীয় কাঠামো সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেটুকু প্রযোজ্য মনোযোগে ব্যঘাত না ঘটিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আইন কোনো মুখস্থের বিষয় নয় কোনোকালেই। মুখস্থ করে ফেলা কোনো খারাপ বিষয় নয়; কিন্তু আইন উপলব্ধির সাথে এটি আসলে উপজাত বা বাইপ্রডাক্ট আকারে এমনিতেই হয়ে যাবার কথা। সেকারণেই, যখন যে অধ্যায়ে যে আইনে যেমন প্রয়োজন পড়ে সেভাবেই উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আইনের সূচি বা ধারাসমূহের বিভক্তি বা উপবিভক্তিগুলোই আইন বোঝার বা পাঠের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক নির্দেশনা। কিন্তু, সেগুলোও স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে কখনো সংযুক্ত করে, কখনো আলাদাভাবে বিবেচনায় নিয়ে পড়তে হবে সে বিষয়ে মোটামুটি রূপরেখা দাঁড় করানো হয়েছে। আশা করি, সকল মনোযোগী পাঠকগণ উপকৃত হবেন। প্রবন্ধগুলো একটি প্রধান শিরোনামের আওতাধীন রেখেছি আমরা। বলেছি যেমন, ‘ফৌজদারি কার্যবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ’। এর অধীনেই মূলত উদ্দিষ্ট পাঠক যেহেতু বার কাউন্সিলের বা জুডিসিয়ারির এমসিকিউ পরীক্ষার্থীগণ, সেহেতু তাদের পরীক্ষার কথা বিবেচনা করেই এগুলো সাজানো হয়েছে।

বিগত সালের প্রশ্নসমূহ ও এর ব্যাখা সম্পর্কে

বিগত সালের প্রশ্নগুলো ও উক্ত সংশ্লিষ্ট ধারা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা ২০২০ সালের বার কাউন্সিল এমসিকিউ পরীক্ষার আগেই স্পষ্ট করে এবং আত্মবিশ্বাস সহকারে বলেছিলাম যে, বিগত সালে আসা প্রশ্নের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো থেকেই আবারো অন্যান্য তথ্য থেকে বা পূর্বের তথ্য থেকেই প্রশ্ন এসে থাকে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ ভাগ। আমাদের বক্তব্যমতে, ২০২০ সালের এমসিকিউ পরীক্ষাতেও দেখা যায় যে, শতকরা ৪১ ভাগ প্রশ্ন বিগত প্রশ্ন-সংশ্লিষ্ট ধারা থেকেই এসেছে। উক্ত ৪১টি প্রশ্নের পাশাপাশি আরো যেসব গুরুত্বপূর্ণ ধারার সাজেশন দিয়েছিলাম সেসব থেকেও আরো ২৮ ভাগ প্রশ্ন এসেছিলো। ফলে, সত্যিকার অর্থে আমাদের পরামর্শ যারা অনুসরণ করেছিলেন তারা সে হিসেবে ৬৯ ভাগ প্রশ্নের উত্তর সহজেই টাচ করে আসার কথা। সাফল্য তো শেষমেষ আপনার পরীক্ষার হলের পারফরম্যান্স। আমরা এক্ষেত্রে পরামর্শক। গাইডলাইন দিয়ে থাকি মাত্র। যাইহোক, আমরা আরো যা যা বলেছিলাম ২০২০ সালের পরীক্ষার আগে, তার প্রায় ৭০ ভাগই সত্য হয়েছিলো। আপনারা এ বিষয়ে সত্যাসত্য চেক করে নিতে পারেন ১১-১২ পৃষ্ঠায় থাকা আলোচনা থেকে।

আমরা প্রশ্নের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কখনো সংশ্লিষ্ট অধ্যায়, কখনো সম্পর্কিত ধারাসমূহ ও অন্যান্য জরুরি তথ্যসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। এই আলোচনাগুলো কীভাবে করা হয়েছে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধারা কীভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সে সম্পর্কেও উক্ত ১১-১২ নং পৃষ্ঠায় থাকা আলোচনাটি দেখে নেবেন।

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
১.	**দণ্ডবিধি**		**১৩-৯৫**
	১.	বিগত সালের আসা ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের ছক	১৪-১৬
	২.	দণ্ডবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ১ [১-১২০খ ধারা]	১৭-২৯
	৩.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৩০-৪২
	৪.	দণ্ডবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ২ [১২১-২৯৮ ধারা]	৪৩-৪৭
	৫.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৪৮-৫১
	৬.	দণ্ডবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ৩ [২৯৯-৩৭৭ ধারা]	৫২-৬২
	৭.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৬৩-৭৩
	৮.	দণ্ডবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ৪ [৩৭৮-৪৬২খ ধারা]	৭৪-৮০
	৯.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৮১-৮৯
	১০.	দণ্ডবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ৫ [৪৬৩-৫১১ ধারা]	৯০-৯২
	১১.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৯৩-৯৫
২.	**ফৌজদারি কার্যবিধি**		**৯৭-১৯৩**
	১.	বিগত সালের আসা ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের ছক	৯৮-১০০
	২.	ফৌজদারি কার্যবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ১ [ধারা ১-১০৫]	১০১-১০৮
	৩.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	১০৯-১১৬
	৪.	ফৌজদারি কার্যবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ২ [ধারা ১০৬-১৭৬]	১১৭-১২০
	৫.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	১২১-১২৯
	৬.	ফৌজদারি কার্যবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ৩ [ধারা ১৭৭-৪০৩]	১৩০-১৪৮
	৭.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	১৪৯-১৬৪
	৮.	ফৌজদারি কার্যবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ৪ [ধারা ৪০৪-৫৬৫]	১৬৫-১৭৮
	৯.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	১৭৯-১৯৩
৩.	**সাক্ষ্য আইন**		**১৯৫-২৪৬**
	১.	বিগত সালের আসা ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের ছক	১৯৬-১৯৭
	২.	সাক্ষ্য আইন আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ১ [ধারা ১-৫৫]	১৯৮-২০৯
	৩.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	২১০-২১৭
	৪.	সাক্ষ্য আইন আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ২ [ধারা ৫৬-১০০]	২১৮-২২৩
	৫.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	২২৪-২২৯
	৬.	সাক্ষ্য আইন আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ৩ [ধারা ১০১-১৬৭]	২৩০-২৩৫
	৭.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	২৩৬-২৪৬

ক্রম	বিষয়বস্তু		পৃষ্ঠা
৪.	**সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন**		**২৪৭-২৮৮**
	১.	বিগত সালের আসা ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের ছক	২৪৮
	২.	সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ [ধারা ১-৫৭]	২৪৯-২৬৬
	৩.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	২৬৭-২৮৮
৫.	**দেওয়ানি কার্যবিধি**		**২৮৯-৪০৪**
	১.	বিগত সালের আসা ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের ছক	২৯০-২৯২
	২.	দেওয়ানি কার্যবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ১ [ধারা ১-৩২ এবং আদেশ ১-৯]	২৯৩-৩১০
	৩.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৩১১-৩২৬
	৪.	দেওয়ানি কার্যবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ২ [ধারা ৩৩-৯৫ এবং আদেশ ১০-৪০]	৩২৭-৩৫৩
	৫.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৩৫৪-৩৭৩
	৬.	দেওয়ানি কার্যবিধি আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ – পর্ব ৩ [ধারা ৯৬-১৫৮ এবং আদেশ ৪১-৪৭]	৩৭৪-৩৯১
	৭.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৩৯২-৪০৪
৬.	**তামাদি আইন**		**৪০৫-৪৩৬**
	১.	বিগত সালের আসা ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের ছক	৪০৬
	২.	তামাদি আইন আত্মস্থ করার প্রধান বিবেচনাসমূহ [পুরোটা]	৪০৭-৪১৮
	৩.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৪১৯-৪৩৬
৭.	**বার কাউন্সিল অর্ডার-রুলস ও আচরণবিধি**		**৪৩৭-৪৬১**
	১.	বিগত সালের আসা ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহের ছক	৪৩৮
	২.	বার কাউন্সিল অর্ডার, রুলস এবং আচরণবিধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তসার	৪৩৯-৪৪৯
	৩.	বিগত সালের প্রশ্নের ব্যাখ্যাসহ সমাধান	৪৫০-৪৬১
৮.	**জুডিসিয়ারি পরীক্ষার বিগত সব সালের প্রশ্ন ও সমাধান** [বিস্তারিত সূচিপত্র ৪৬২ পৃষ্ঠায় আছে]		**৪৬২-৫০৪**
৯.	**পরিশিষ্ট – দেওয়ানি ড্রাফটিং এর প্রাথমিক পরিচয়**		**৫০৫-৫২৪**

বিগত সালের আমাদের তৈরিকৃত গুরুত্বপূর্ণ ধারার ছকের প্রাসঙ্গিকতা এবং বইয়ে থাকা প্রতিটি কোর্সের শুরুর ছকসমূহ প্রসঙ্গে নির্দেশনা

নিচে শুরুতেই বিগত ২০২০ সালের বার কাউন্সিল ও ২০২১ সালের জুডিসিয়ারি পরীক্ষার প্রশ্নগুলোর তালিকা দেওয়া থাকলো যে, এই প্রশ্নগুলো বিগত সালের সংশ্লিষ্ট ধারা থেকে নাকি আমাদের নির্ধারিত সাজেশন থেকে নাকি একদমই নতুন কোনো ধারা থেকে প্রশ্ন এসেছে! চার্টটির নিচের বক্তব্যসমেত পড়ে নিন।

বার কাউন্সিল ২০২০ সাল ও জুডিসিয়ারি ২০২১ সালের পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ						
কোর্স / সাবজেক্ট	বিগত সালে আসা সংশ্লিষ্ট ধারা থেকে		বিগত সালের বাইরে আমাদের নির্ধারিত গুরুত্বপূর্ণ ধারা [সাজেশন] থেকে		একদম নতুন ধারা থেকে	
	বার	জুডি.	বার	জুডি.	বার	জুডি.
দণ্ডবিধি	৮	২	৬	০	৬	১
ফৌজদারি কার্যবিধি	৮	৩	৫	০	৭	১
সাক্ষ্য আইন	৯	৩	৪	০	২	০
সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন	৭	০	২	১	১	০
দেওয়ানি কার্যবিধি	৬	৪	৯	১	৬	১
তামাদি আইন	২	০	২	০	৫	০
বিবিসি অর্ডার-রুলস	১	০	০	০	৪	০
মোট =	৪১	১২	২৮	২	৩১	৩

তার মানে বার কাউন্সিল পরীক্ষার ক্ষেত্রে –
বিগত সালে আসা প্রশ্ন-সংশ্লিষ্ট ধারা থেকেই প্রশ্ন এসেছে = ৪১টি।
বিগত সালে আসেনি কিন্তু আমাদের তৈরিকৃত গুরুত্বপূর্ণ ধারার তালিকা থেকে প্রশ্ন এসেছে = ২৮টি
এরও বাইরে একদম নতুন অথবা একেবারে আনটাচড ধারা থেকে প্রশ্ন এসেছে = ৩১টি

২০২১ সালের জুডিসিয়ারি প্রশ্নে আরো মজার বিষয় খেয়াল করুন যে, জুডিসিয়ারিতে বিগত সালের সংশ্লিষ্ট ধারা থেকেই প্রশ্ন এসেছে ১২টি [মোট ১৭টি প্রশ্নের ভেতরে]। তার মানে প্রায় ৭০ ভাগ প্রশ্ন এসেছে বিগত সালের ধারাগুলোর ভেতরেই। ফলে, গুরুত্ব কোথায় দিতে হবে তা বুঝতেই পারছেন।

এর অর্থ এটাই যে, গতবছরের বার কাউন্সিলের এমসিকিউ পরীক্ষায় আমাদের নির্দেশনা প্রপারলি ফলো করলেও ৬৯টি প্রশ্ন আয়ত্বের ভেতরেই থাকার কথা ছিলো। এবারেও আশা করি, আমাদের পরামর্শমতো এগোলে সফলকাম হতে পারবেন [পিডিএফ আকারে দেওয়া হবে শীঘ্রই, ফলে আপনার নাম্বারটি জমা দেবেন ০১৭১১-১৪০৯২৭ নাম্বারে]। কিন্তু, মনে রাখবেন শেষ বিচারে আপনার চেষ্টা এবং পরীক্ষার হলের শেষ সেই ৬০ মিনিটের পারফরমেন্সই নির্ধারক। আমরা বড়জোর আপনাদের সহায়ক।

বইয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ চার্টগুলো সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য

প্রতিটি কোর্সের শুরুতে আপনাদের জন্য অনেক পরিশ্রম করে এই বিগত প্রশ্নগুলো সংশ্লিষ্ট একটি চার্ট তৈরি করে দিয়েছেন এই বইয়ের অন্যতম লেখক নাবিল নিয়াজ। এই চার্টটির লক্ষ্য হলো – বিগত সালগুলোতে আসা সমস্ত প্রশ্ন ধারাভিত্তিক আকারে বিভক্ত করে ফেলা, যেন শিক্ষার্থীগণ এই চার্টটি থেকে সহজেই গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো একনজরে রিভিশন দিতে পারেন।

এছাড়াও, এর সবশেষ ডান কলামে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোর উল্লেখ আছে। **মনে রাখবেন, সর্বডানের কলামের ধারাগুলোর সাথে অবশ্যই সর্ববামের কলামে থাকা বিগত সালগুলোতে যেগুলো থেকে প্রশ্ন এসেছে সরাসরি, সেগুলোও যোগ করে পড়তে হবে। তবে, গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোর এই তালিকাটি অসম্পূর্ণ আমাদের ভুলের কারণে! এখানে নতুন করে ধারা যুক্ত করা হলেও সেই ছকটি ভুলবশত যুক্ত করা যায়নি; বইটি ছাপা শেষ হবার পরে তা লক্ষ্য করলাম আমরা! খুবই লজ্জিত এবং দুঃখিত। তবে, আমাদের ডাটাবেজে নাম্বার থাকা সাপেক্ষে আমরা এর আপডেট একটি পিডিএফ ফাইল করে দিয়ে সরবরাহ করে দেবো। এজন্য অতি অবশ্যই আপনার নাম্বারটি আমাদের অফিসে জমা দেবেন ০১৭১১-১৪০৯২৭ নাম্বারে ফোন দিয়ে।** এই চার্টের বিগত সাল উল্লেখে সাল অনুসারে একটি ভার্সন আছে। সেটি স্থানাভাবে এখানে দেওয়া গেলো না। তবে, juicylaw.com অনলাইনে যুক্ত হওয়া ফ্রি কিংবা পেইড শিক্ষার্থীগণ সহজেই সেগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন, সবার জন্য উন্মুক্তই আছে বা থাকবে।

চার্টে কোথায় কী আছে? এর গুরুত্ব কী?

এই চার্টে সর্ববামে সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা বা আদেশ বা অনুচ্ছেদ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় কলামে 'বার' শিরোনামের অধীনে বার কাউন্সিলের বিগত সালগুলোতে সেখান থেকে কতটি প্রশ্ন এসেছিলো তার পরিমাণ উল্লেখ আছে, তৃতীয় কলামে 'জুডি.' শিরোনামে বিগত জুডিসিয়াল সার্ভিসের পরীক্ষায় কতটি প্রশ্ন এসেছিলো তা উল্লেখের পর চতুর্থ কলামে বার ও জুডিসিয়ারিতে আসা মোট প্রশ্নের উল্লেখ আছে। মোট সংখ্যা দেখে গুরুত্ব অনুধাবন করতে সুবিধা হবে। আর সর্বডানের কলামে অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে বিগত সালগুলোতে একবারও আসেনি এমনসব অতি গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ ও অ্যাডভোকেট জাহিদুল ইসলামের পরামর্শক্রমে। আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে একটি বিষয় উদাহরণ আকারে বলে দিলে এই চার্টের গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক হবে।

দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবনের শাস্তির উল্লেখ আছে। কিন্তু, ১৯১ ধারা ও ১৯২ ধারা উভয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখনো কোনো প্রশ্ন আসেনি বিগত সালগুলোতে। দুটোতেই সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যথাক্রমে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান এবং মিথ্যা সাক্ষ্য উদ্ভাবন করার। ফলে, বিগত সালগুলোতে আসা শুধু ১৯৩ ধারা পড়ে যাওয়াটা বোকামী হবে। এমনকি ১৯৪ ও ১৯৫ ধারা দুইটিও ভালো করে দেখে যাওয়া উচিত। একারণে, গুরুত্বের তালিকায় আমরা ১৯১ থেকে ১৯৫ এই সব ধারাই উল্লেখ করেছি। আবার, জনশৃঙ্খলাবিরোধী অপরাধ শিরোনামে আপনারা জানেন, দণ্ডবিধিতে ১৪১ থেকে ১৬০ পর্যন্ত ধারাগুলো থেকে শুধু ১৪১ ও ১৪৯ ধারা থেকে প্রশ্ন এসেছিলো বিগত সব সাল মিলে! অথচ এই অধ্যায়ে আরো দুইটি অপরাধের উল্লেখসহ বেশ কিছু ধারণা আলোচনা করা আছে। সেগুলো থেকেও প্রশ্ন আসেনি। কিন্তু, প্রশ্ন আসার সমূহ সম্ভাবনা আছে। ফলে সেগুলোকে যত্ন করে পড়তে হবে। যাইহোক, সব কোর্সের চার্ট আগের সংস্করণে একসাথে থাকলেও এবারে প্রতিটি কোর্সের শুরুতে শুরুতে চার্টগুলো বিন্যস্ত রয়েছে।

চার্টগুলোতে ধুসর বা গ্রে কালারে আছে এমন উল্লিখিত ধারাগুলো মূলত ২০২০ সালের বার কাউন্সিল অথবা ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২১ সালের জুডিসিয়ারির প্রশ্নগুলোর উল্লেখ। ফলে, সাম্প্রতিক ট্রেন্ডটি বোঝা যাবে এখান থেকে।

ধন্যবাদ। আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা রইলো।

যেকোনো আইনের শুরুতে কী থাকে? দণ্ডবিধিতে কী আছে?

দণ্ডবিধির প্রথম অধ্যায়

দণ্ডবিধির প্রথম অধ্যায়ের ধারাগুলোর পরিচিতি সম্পর্কে যা এখানে বর্ণনা করা আছে, সেটি যেকোনো আইনেরই শুরুতে থাকে সাধারণত। দণ্ডবিধির প্রথম অধ্যায়ের এই বর্ণনার উসিলায় আপনারা এটি মনে রাখবেন যে, মধ্যবর্তী কলামে থাকা শিরোনাম বা বিষয়বস্তুগুলো অন্যান্য আইনেও কমবেশি একইভাবে বিন্যস্ত থাকে। সুতরাং এই অংশটি ভালোভাবে দেখে নিন।

প্রতিটি আইনের শুরুতেই কিছু বিষয় কমন থাকে। যেমন,
১. শুরুতেই আইনের নামটি থাকে। নামের সাথেসাথেই সেই আইনের প্রণীত হবার তারিখ ও সাল উল্লেখসহ সেটি উক্ত সালের কত নম্বর আইন তা বলা থাকে।

২. আইনের শুরুতে মূল ১ ধারাটি শুরু হবার আগেই সাধারণত আইনটি কেন প্রণীত হয়েছে, তা এককথায় লম্বা একটি লাইনে উল্লেখ থাকে সাধারণত। দণ্ডবিধিতেও তা আছে। কোনো কোনো আইনের প্রস্তাবনা কয়েক পৃষ্ঠা জুড়েও হয়ে থাকে প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক হলে।

৩. প্রথম বা ১ নং ধারাতে সাধারণত আইনটিকে কী নামে অভিহিত করা হবে এবং তা কোথায় কবে থেকে কার্যকর হবে তার সাল ও তারিখ উল্লেখ করা থাকে।

৪. আইনটির পুরোটা জুড়ে বিভিন্ন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ যেগুলো ব্যাখ্যা করা নিয়ে নানা ধরনের ভিন্নতা বা পার্থক্য তৈরি হতে পারে – সেইসকল শব্দের ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা দেওয়া থাকে। অন্য অনেক আইনের মতো দণ্ডবিধিতেও সংজ্ঞা বা শব্দের ব্যাখ্যা আছে, তবে তা প্রথম অধ্যায়ে নেই। সংজ্ঞাগুলোর বিস্তৃতি ৬ থেকে ৫২ক ধারা পর্যন্ত আছে।

৫. আইনটির প্রয়োগযোগ্যতা / সীমা-পরিসীমা বা পরিধি সম্পর্কে এক বা একাধিক ধারা উল্লেখ থাকে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'সংরক্ষণ' শিরোনামের ধারা। সংরক্ষণ [ইংরেজিতে Savings] শিরোনামে কোনো ধারা দণ্ডবিধিতে নেই; তবে আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাক্সিম 'Specail law prevails over general law' নীতি প্রকাশ করে আইনটির প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দণ্ডবিধি একটি সাধারণ বা মূল আইন এবং ফৌজদারি অপরাধ নিয়ে কোনো বিশেষ আইনের উপস্থিতি থাকলে সেই আইনটির বিধানকে দণ্ডবিধি একটি মূল আইন হিসেবে কখনো খর্ব করবে না। দণ্ডবিধির ৫ ধারায় এই কথা বলা আছে। তবে, লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, দণ্ডবিধিতে ২-৪ ধারাসমূহও আইনটির প্রয়োগযোগ্যতা-পরিধি-সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বর্ণনা করেছে।

প্রথম অধ্যায় : সূচনা

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা
যেহেতু বাংলাদেশের জন্য একটি সাধারণ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়; সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হল :

শিরোনাম / কার্যকর হবার তারিখ

ধারা ১ : শিরোনাম এবং কার্যকারিতার সীমানা : এ আইন **'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত হবে** এবং এটা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকর হবে।

আইনটির সীমা-পরিসীমা বা পরিধি বা প্রয়োগযোগ্যতা

ধারা ২ : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত অপরাধসমূহের দণ্ড : প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশের ভেতরে এ বিধির বিধানাবলীর পরিপন্থি যে কার্যাদি কিংবা বিচ্যুতির জন্য [for every act or omission contrary to the provisions] **অভিযুক্ত বলে বিবেচিত হবে,** তার প্রত্যেক কাজ বা বিচ্যুতির জন্য এ বিধির অধীনে এবং প্রকারান্তরে নয়, দণ্ডনীয় হবে।

ধারা ৩ : বাংলাদেশের বহির্ভাগে সংঘটিত কিন্তু আইনবলে বাংলাদেশের ভেতরে বিচারযোগ্য অপরাধসমূহের জন্য দণ্ড: বাংলাদেশের বহির্ভাগে সংঘটিত অপরাধের জন্য যেকোনো বাংলাদেশী আইনবলে বিচারযোগ্য যেকোনো ব্যক্তির বাংলাদেশের বহির্ভাগে সংঘটিত যেকোনো কাজের জন্য বিধির বিধানসমূহ অনুযায়ী বিচার করা হবে **যেন অনুরূপ কাজ বাংলাদেশের ভেতরে সংঘটিত হয়েছে।**

ধারা ৪ : বিদেশে সংঘটিত অপরাধের জন্য বিধিটির আওতার সম্প্রসারণ : নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিসমূহের দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধের ক্ষেত্রেও এ বিধির বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে–
..... [এখানে কিছু উদাহরণও বর্ণিত আছে।]

সংরক্ষণ সংক্রান্ত

ধারা ৫ : এ আইন কতিপয় আইনকে প্রভাবিত করবে না : এ আইনের কোনো কিছুই প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণ, সৈনিকগণ, নাবিকগণ, বৈমানিকগণের বিদ্রোহ ও পলায়নের শাস্তি বিধান সম্পর্কিত কোনো আইন বা **কোনো বিশেষ বা স্থানীয় আইনের [of any special or local law]** যেকোনো বিধান বাতিল, রদবদল, স্থগিতকরণ বা ক্ষুণ্নকরণের জন্য **অভিপ্রেত বলে বিবেচিত হবে না।**

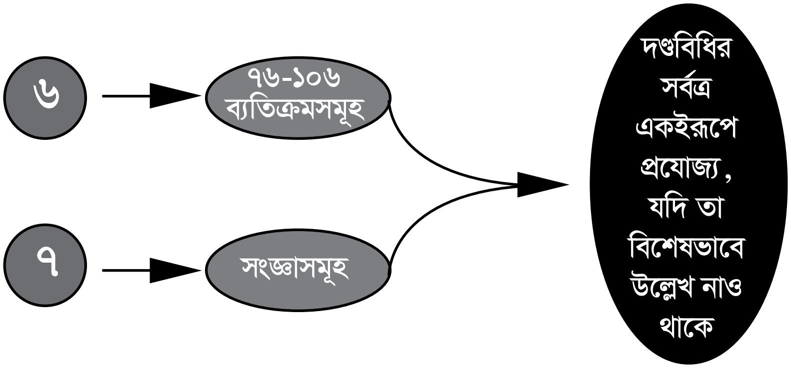

অন্যদিকে, ৬ ধারা সংক্রান্তে এই নিবন্ধেই 'দণ্ডবিধির চতুর্থ অধ্যায় প্রসঙ্গে' অংশে উদাহরণসহ আলোচনা ছিলো। ৬ ধারার সাথে দণ্ডবিধির ৭৬-১০৬ ধারার সংযুক্তির বিষয়েও বলা ছিলো। সেটিই প্রয়োজনে আবারো দেখে নিন। অন্যদিকে ৭ ধারা সংক্রান্তে আলোচনা আছে ভিন্নতররূপে। ৭ ধারায় বলেছে দণ্ডবিধিতে কোনো একটি শব্দ একবার ব্যাখ্যাত হয়ে থাকলে সেটিকে পুরো দণ্ডবিধিতে একই অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। দণ্ডবিধির ৮ ধারা থেকে ৫২ক ধারা পর্যন্ত সব সংজ্ঞাসমূহ একত্রে থাকলেও বলা বাহুল্য যে, দণ্ডবিধিতে অন্যান্য ধারাতেও সংজ্ঞামূলক ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিকভাবে। যেমন, ৩৫০ ধারায় বলপ্রয়োগ এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ৩৫০ ধারাটি সংজ্ঞার অধ্যায়ের অধীন না হলেও তা যেহেতু একটি শব্দকে ব্যাখ্যা করেছে, সুতরাং এই শব্দকেও সংজ্ঞামূলক আকারে ধরে নিয়েই দণ্ডবিধিতে যেখানেই বলপ্রয়োগ শব্দ ব্যবহার করা থাকুক না কেন তা উক্ত ৩৫০ ধারার বর্ণনানুসারেই ব্যাখ্যা করতে হবে। এটিই এই ৭ ধারার মূল কথা।

২য় অধ্যায় নিয়ে আরেকটু কথা আছে। **৩৪ থেকে ৩৮ ধারা – এই ৫টি ধারা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই ৫টি ধারা একত্রে পড়তে হবে।** এখানে 'সাধারণ অভিপ্রায়' নিয়ে আলোচনা আছে। এই কয়েকটি ধারা এবং ধারণার সাথে দণ্ডবিধির ৫ ও ৫ক অধ্যায় দুইটির ধারণাগুলোর সাথে গুলিয়ে ফেলেন অনেকেই। পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য বুঝতে পারেন না। অপরাধের ক্ষেত্রে যৌথ দায় নির্ধারণ করা হয় নিম্নোক্ত ৩টি টপিক থেকে। যথা, ১. সাধারণ অভিপ্রায় [ধারা ৩৪-৩৮]; ২. অপরাধে সহায়তা [ধারা ১০৭-১২০] এবং ৩. অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র [ধারা ১২০ক-১২০খ]।
এগুলো ভালো করে না বুঝে পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে পারলেও বাস্তব জীবনে গিয়ে সমস্যায় পড়বেন। এখনই সময়! এই তিনটি অংশ নিয়ে পরে একসাথে সারসংক্ষেপ করা আছে।

৩য় অধ্যায়ে আসি এবার। এর বিস্তৃতি ৫৩-৭৫। এর শিরোনাম 'সাজা প্রসঙ্গে'। প্রতিটি অপরাধের সংজ্ঞার ধারায় অথবা তার পরপরই ধারাগুলোতে একটি অপরাধের শাস্তির পরিমাণ কী হবে, তা কোন কোন শর্তের অধীনে হবে এসবের বর্ণনা থাকলেও আলাদাভাবে দণ্ডবিধিতে এই অধ্যায়ে সাজা বা শাস্তি প্রসঙ্গে বেসিক নীতিসমূহ বর্ণিত আছে। এই ৩য় অধ্যায়ের ধারাগুলোতে কোনো নির্দিষ্ট অপরাধের শাস্তির কথা বলা হয়নি; বলা হয়েছে শাস্তির নীতি প্রসঙ্গে। যেমন, শাস্তি কত প্রকার, শাস্তি হ্রাস বা লঘু করার ক্ষমতা, সর্বোচ্চ শাস্তি কী, সশ্রম বা বিনাশ্রম সাজার নীতি, অর্থদণ্ড বা জরিমানার নীতি, নির্জন কারাবাস ইত্যাদি প্রসঙ্গে একেবারে বেসিক কথাগুলো। শাস্তির এই অধ্যায় থেকে ঝুমবৃষ্টির মতো প্রশ্ন আসতে পারে। ২০১৫ সালের এমসিকিউ পরীক্ষায় দণ্ডবিধির জন্য বরাদ্দকৃত ২০টি প্রশ্নের ভেতরে ৮টি প্রশ্ন শুধু এই অধ্যায় থেকেই এসেছিলো। এটি এমন একটি অধ্যায় যার প্রতিটি ধারাই ঠোটস্থ রাখতে হবে, কোনো ধারাই বাদ দেবার সুযোগ নেই। ফলে গুরুত্ব দিয়ে এটি পড়তে হবে। শাস্তির নীতি অধ্যায়টি মনে রাখার জন্য দুইটি স্তরে নিম্নোক্ত উপায়ে ছক আকারে মনে রাখার চেষ্টা করতে পারেন। প্রথমেই এই তৃতীয় অধ্যায়ের ৫৩-৭৫ ধারাসমূহকে নিচের ছকের মতো করে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে।

বিষয়বস্তু	ধারার বিস্তৃতি
দণ্ডের প্রকার ও কারাদণ্ড প্রসঙ্গ	৫৩-৬০
অর্থদণ্ড প্রসঙ্গ	৬৩-৭০
নির্জন কারাবাস ও বিবিধ	৭১-৭৫

টিপস : দণ্ডবিধির ধারার বিস্তৃতিসমূহে বেশ কিছু অংশে সংখ্যার ছন্দ থাকায় মনে রাখার সুবিধা আছে। সেরকমই একটি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে, প্রথম অংশটির ধারার এককের ঘরটি ৩ দিয়ে শুরু [৫৩] এবং শেষের ঘরটি ০ দিয়ে শেষ [৬০]। অনুরূপভাবে পরের অংশটিও তাই। এভাবে প্রথম দুইটি অংশ মনে রাখার সুবিধাটুকু নিয়ে রাখবেন।

শাস্তির নীতি সম্পর্কে ধারাগুলোর বিষয়সমূহ [৫৩-৬০]

ধারা	প্রধান তথ্যসমূহ [দণ্ডের প্রকার ও কারাদণ্ড প্রসঙ্গ]	পাঠ নির্দেশনা
৫৩	৫ প্রকারের দণ্ড + যাবজ্জীবন কারাদণ্ড সর্বদা সশ্রম হবে।	এই ধারা দুইটি একত্রে পাঠ করবেন।
৫৩ক	'দ্বীপান্তর' উল্লেখ থাকলে করণীয় প্রসঙ্গ। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হলে যাবজ্জীবন কারাবাস গণ্য হবে এবং এটি ব্যতীত অন্যভাবে দ্বীপান্তর লেখা থাকলে তা রদ বলে গণ্য হবে।	
৫৪	সরকার কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড হ্রাসকরণ – যেকোনো দণ্ডে রূপান্তরের ক্ষমতা প্রদান।	এই ধারা তিনটি একত্রে পাঠ করবেন।
৫৫	সরকার কর্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্রাসকরণ – ২০ বছরের বেশি নয় এমন যেকোনো দণ্ডে রূপান্তরের ক্ষমতা প্রদান।	
৫৫ক	রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারকে খর্ব করবে না।	
৫৭	যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকে কোনো সময় ভগ্নাংশ করার প্রয়োজনে যাবজ্জীবনকে ৩০ বছর মেয়াদী হিসেবে ধরে নিতে হবে।	এই ধারাটিকে আলাদা ভাবে বিবেচনা করবেন
৬০	কারাদণ্ড সশ্রম বা বিনাশ্রম হতে পারে – এটি দণ্ড প্রদানকারী আদালতের এখতিয়ার।	এই ধারাটিকে আলাদা ভাবে বিবেচনা করবেন

শাস্তির নীতি সম্পর্কে ধারাগুলোর বিষয়সমূহ [৬৩-৭০]

ধারা	প্রধান তথ্যসমূহ [অর্থদণ্ড প্রসঙ্গ]	পাঠ নির্দেশনা
৬৩	অর্থদণ্ডের পরিমাণ সম্পর্কে। এর কোনো সীমা নেই; তবে অত্যধিক হবে না।	অর্থদণ্ডের মূলনীতি সংক্রান্ত এই দুইটি ধারা একত্রে পড়তে হবে।
৬৪	অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ডের আদেশ দেবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে আদালতকে।	
৬৫	অর্থদণ্ড অনাদায়ে প্রদত্ত কারাদণ্ডটি আইনে বর্ণিত মূল সর্বোচ্চ কারাদণ্ডের এক-চতুর্থাংশ এর বেশি হবেনা।	কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড সংক্রান্তে অর্থদণ্ডের নীতি এই ধারা দুইটি একসাথে পড়বেন।
৬৬	অর্থদণ্ড অনাদায়ে প্রদত্ত কারাদণ্ডটি মূল কারাদণ্ড যে বর্ণনায় আছে [এখানে, সশ্রম বা বিনাশ্রমের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে] সেই অনুযায়ীই হবে।	
৬৭	শুধুই অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অর্থদণ্ডটি অনাদায়ী হলে প্রদত্ত কারাদণ্ডটি বিনাশ্রম হবে এবং সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড হতে পারে এই ক্ষেত্রে। এখানকার তালিকাটি মনে রাখবেন।	কারাদণ্ড নেই, কিন্তু শুধুই অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যায় – এমন ক্ষেত্রে অর্থদণ্ডের নীতি সংক্রান্ত এই তিনটি ধারা একত্রে পাঠ করতে হবে।
৬৮	অর্থদণ্ড আদায় করলে 'অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ড'টির সমাপ্তি ঘটবে।	
৬৯	অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ড চলাকালীন সময়ে অর্থদণ্ডের পরিশোধের নীতি ও ফলাফল।	
৭০	অর্থদণ্ড অনাদায়ে কারাদণ্ড ভোগ করলেও অর্থদণ্ডটি কখনো মওকুফ হয়না; তা অবশ্যই আদায় করে নিতে হবে।	এই ধারাটিকে আলাদা ভাবে বিবেচনা করবেন

ধারা	মূলকথা
১০৯	অপসহায়তার শাস্তি কোনো শাস্তি সংক্রান্ত ধারায় অনুল্লেখিত থাকলে সেই ক্ষেত্রে মূল অপরাধীর যে শাস্তি তার সমান শাস্তি প্রযোজ্য হবে।
১১৫	মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে, যখন কিনা অপসহায়তা করা হলেও অপরাধটি শেষ পর্যন্ত সংঘটিত না হয় তখন সর্বোচ্চ ৭ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের শাস্তি প্রাপ্য হবে।
	মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে, যখন কিনা অপসহায়তা করা হয় এবং অপরাধটি সংঘটিত হবার সময় ন্যূনতম আঘাতপ্রাপ্ত হয় [which causes hurt to any person] তখন সর্বোচ্চ ১৪ বছরের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের শাস্তি প্রাপ্য হবে।
১১৬	কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধটি যদি সংঘটিত না হয়ে থাকে তাহলে উক্ত মূল কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের সর্বোচ্চ এক চতুর্থাংশ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে আদালত অথবা মূল দণ্ডে বর্ণিত অর্থদণ্ডও প্রযোজ্য হতে পারে, অথবা উভয়ই।
	অপসহায়তাকারী বা অপসহায়তাকৃত যদি এমন কোনো ব্যক্তি হয়ে থাকেন যার কর্তব্য ছিলো উক্ত অপরাধটি প্রতিরোধ করা, সেরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মূল কারাদণ্ডের দীর্ঘতম মেয়াদের সর্বোচ্চ অর্ধেক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে আদালত অথবা মূল দণ্ডে বর্ণিত অর্থদণ্ডও প্রযোজ্য হতে পারে, অথবা উভয়ই।

অপসহায়তার ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ধারায় যদি উল্লেখ থাকেই তাহলে সেই শাস্তিটিই প্রযোজ্য হবে [১০৯ ধারার পাঠে এটি স্পষ্ট হয়]। কিন্তু, যখন একজন অপসহায়তাকারীর শাস্তি নির্দিষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ না থাকে এবং তা সংঘটিত হয় বা না হয়, তাহলে কীভাবে কোন শর্তে শাস্তি নির্ধারণ করা হবে সেই কথাটিই উপরোক্ত ধারাসমূহে বলা আছে। ফলে, মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং যেকোনো মেয়াদী কারাদণ্ডের ক্ষেত্রে অপসহায়তাকারীর শাস্তি প্রদানের নীতি কী হবে সেটিই উপরোক্ত ধারাসমূহে প্রধানত বলা আছে। সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহের পরীক্ষার উপযোগী করে মেমোরাইজেশনের আরেকটি তালিকা নিচে দিয়ে রাখা হলো। আপনারাও মূল ধারা দেখে এটির পাঠ ভালোভাবে সেরে নেবেন এজন্য যে, অপসহায়তা তথা এ্যাবেটমেন্ট এর সাজার নীতি দিয়েই 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র' অপরাধটির শাস্তিও নির্ধারণ করতে হয় প্রধানত। ফলে, এটি মনোযোগ দিয়ে বোঝার কোনোই বিকল্প নেই।

মূল শর্ত	সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার মাত্রা সংক্রান্তে শর্ত	ফলাফল [সংক্ষেপিত]	ধারা
১. মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপসহায়তা করা ২. অপসহায়তার শাস্তি আলাদা ভাবে উল্লেখ না থাকলে	অপসহায়তার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হলে যখন কিনা আঘাতপ্রাপ্ত হয় [which causes hurt to any person]	১৪ বছরের কারাদণ্ড	১১৫
	অপসহায়তার ফলে অপরাধটি সংঘটিত না হলে	৭ বছরের কারাদণ্ড	১১৫
১. যেকোনো কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে সহায়তা করলে ২. অপসহায়তার শাস্তি আলাদা ভাবে উল্লেখ না থাকলে	অপসহায়তার ফলে অপরাধটি সংঘটিত হলে	মূল অপরাধীর সমান শাস্তি	১০৯
	অপসহায়তার ফলে অপরাধটি সংঘটিত না হলে	১/৪ ভাগ শাস্তি	১১৬
	সরকারি কর্মচারী অপসহায়তাকারী হলে বা তিনি নিজে অপসহায়তাকৃত হলে এবং অপরাধটি সংঘটিত না হলে	১/২ ভাগ শাস্তি	১১৬

এরপর ৫ক অধ্যায়। এই অধ্যায়টি ১৮৬০ সালে যখন প্রণীত হয় তখন ছিলো না। ১৯১৩ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকার সময়ই একটি সংশোধনীর মাধ্যমে এই অধ্যায়টি যুক্ত হয় দুইটি ধারা দিয়ে; ১২০ক ও ১২০খ [CHAPTER VA was inserted by the Indian Criminal Law (Amendment) Act, 1913 (Act No. VIII of 1913)]। এই দুইটি ছোট্ট ধারা থেকেই অনেকগুলো প্রশ্ন করা সম্ভব। এর প্রতিটি শব্দ বুঝে বুঝে পড়ে নেবেন। তবে, এ বিষয়েও একটি ছক করে দেওয়া উচিত। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে শাস্তির নীতি প্রয়োগ করার সময় প্রধান বিবেচনাটি হলো – কোনো অপরাধ ২ বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নাকি তার কম? নিচের ছকটি দেখলেই এটি পরিষ্কার হয়ে যাবে আশা করি।

শাস্তির শর্ত	শাস্তির নীতি / শাস্তি
২ বছর বা তার বেশি শাস্তিতে দণ্ডনীয় অপরাধের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি	অপসহায়তা করা সংক্রান্তে শাস্তির যেসব নীতি বর্ণিত আছে [মূলত ১০৯, ১১৫ এবং ১১৬ ধারায়] সেই নীতি অনুসারে এটি নির্ধারিত হবে।
২ বছরের কম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি	সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে

দণ্ডবিধিতে যৌথ দায় সংক্রান্ত নীতির ভেতরে ১-১২০খ পর্যন্ত আলোচিত বিষয়সমূহের আরেকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, এই অংশে সাধারণ অভিপ্রায়ের ক্ষেত্রটি তখনই প্রয়োগযোগ্য যখন কিনা অপরাধটি সংঘটিত হয়। অন্য, দুইটির ক্ষেত্রে অপরাধটি সংঘটিত না হলেও সেটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। নিচের ছকটিও মনে রাখুন ১৪৯ ও ৩৯৬ ধারার তথ্যসমেত।

ধারা	বৈশিষ্ট্যসূচক দিক	সংক্ষেপিত ফলাফল
৩৪-৩৮	সাধারণ অভিপ্রায়ের [Common intention] ক্ষেত্রে অপরাধটি সংঘটিত হলেই কেবল কোনো অপরাধ সংঘটনে সংশ্লিষ্ট উক্ত একাধিক ব্যক্তির সাধারণ অভিপ্রায় ছিলো কিনা তা নির্ধারণ করার প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক।	অপরাধটি সংঘটিত হতে হবে।
১০৭-১২০	অপসহায়তা'র [Abetment] অপরাধটি একটি স্বতন্ত্র অপরাধ। ১০৮ ধারার সমস্ত ব্যাখ্যামতেই কোনো অপরাধে অপসহায়তা কার মাত্রই এটি অপরাধ বলে গণ্য হবে, যদিও প্রস্তাবিত অপসহায়তাকৃত মূল অপরাধটি সংঘটিত নাও হয়ে থাকে।	মূল অপরাধটি সংঘটিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই।
১২০ক-১২০খ	অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রও [Criminal conspiracy] একইরকমভাবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ। শুধু ষড়যন্ত্র করা হলেই তা একটি অপরাধ বলে গণ্য হবে যদিও ষড়যন্ত্র অনুসারে উক্ত কাজ তথা ষড়যন্ত্রকৃত অপরাধটি সংঘটিত নাও হয়ে থাকে।	মূল অপরাধটি সংঘটিত হবার কোনো প্রয়োজন নেই।
১৪৯	সাধারণ উদ্দেশ্যের [Common object] ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সামান্য ভিন্ন। সাধারণ উদ্দেশ্য নিজে কোনো অপরাধ সৃষ্টি করে না যতোক্ষণ না পর্যন্ত অপরাধটি সংঘটিত হয়। কিন্তু, বেআইনি সমাবেশে থাকা একাধিক লোকের কেউ যখন একটি অপরাধ [যেমন, একজন গাড়ি ভাংচুর করলো] করে তখন উক্ত সমাবেশে তার পাশে স্রেফ দাঁড়িয়ে থাকা কিন্তু একই সাধারণ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি [ধরা যাক, সে শারীরিকভাবে উক্ত গাড়ি ভাংচুরে অংশ নেয়নি] – উক্ত ব্যক্তিও বেআইনি সমাবেশ কর্তৃক কৃত অপরাধের দায়ে সমানভাবে দায়ী হবে।	অপরাধটি সংঘটিত হতে হবে।
৩৯৬	ডাকাতি'র [Dacoity] ক্ষেত্রে ডাকাতদলের একজন ব্যক্তি যদি খুনের অপরাধ করে তাহলে ডাকাতদলের প্রত্যেকেই উক্ত খুনের দায়ে সমানভাবে দণ্ডিত হবে।	অপরাধটি সংঘটিত হতে হবে।

তো, এই হলো দণ্ডবিধির বেসিক অংশের সারসংক্ষেপ। শাস্তির নীতি সংক্রান্তে অধ্যায়ের কিছু ধারা নিয়ে খানিকটা আলোচনার বিস্তার করা প্রয়োজনীয় হলেও এই সংস্করণে তা সম্ভব না হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

ধারার ব্যতিক্রম অংশের বর্ণিত অপরাধ তথা 'অপরাধমূলক নরহত্যা যা কিনা খুন বলে গণ্য নয়' তথা culpable homicide not amounting to murder – এর শাস্তি বর্ণিত আছে ৩০৪ ধারায়। আমরা অনেকেই ৩০৪ ধারায় বর্ণিত শাস্তিকে ২৯৯ ধারার শাস্তি হিসেবে গণ্য করে থাকি যা সর্বৈব ভুল।

বিগত সালগুলোতে আসা প্রশ্নগুলোর সুবাদে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা আপনাদের এই দুইটি ধারার উপলব্ধিতে কাজে দেবে বলে আশা রাখি। ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উল্লিখিত উদাহরণসমূহ বিশেষভাবে নজরে রাখা অবশ্য কর্তব্য। উদাহরণগুলো থেকে নিয়মিত প্রশ্ন এসে থাকে। এগুলো পড়ার ক্ষেত্রে উদাহরণে বর্ণিত সিদ্ধান্ত যেমন মনে রাখতে হবে, তেমনি এর বিকল্প আর কি কি হতে পারে সেটিও বিবেচনায় নিয়ে মাথা খাটিয়ে রাখতে হবে যেন, যেকোনো প্রকারেই প্রশ্ন আসুক না কেন উত্তর করা সম্ভবপর হয়। ৩০২ ধারা থেকে ৩১১ ধারাসমূহের শাস্তিগুলো প্রত্যেকটিই মনে রাখতে হবে। শাস্তিগুলো বিষয়ে জটিলভাবে প্রশ্ন আসতে পারে। এগুলোকে একাধিক চার্ট করে দিয়ে রাখলাম নিচে। এর যেকোনো জায়গা থেকেই জটিলভাবে প্রশ্ন আসতে পারে।

<table>
<tr><th>ধারা</th><th colspan="2">বিষয়বস্তু</th><th>শাস্তি</th></tr>
<tr><td>৩০২</td><td colspan="2">এই ধারার শিরোনাম 'খুনের শাস্তি' [Punishment for murder]। এই murder এর প্রকৃত পরিচয় culpable homicide amounting to murder এবং এইঅপরাধের পরিচয় মূলত ৩০০ ধারার প্রথম চারটি পয়েন্টে বর্ণিত আছে।</td><td>মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন ও অর্থদণ্ড</td></tr>
<tr><td>৩০৩</td><td colspan="2">যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুন [তথা culpable homicide amounting to murder] এর শাস্তি বর্ণিত আছে। এই ধারার শাস্তি শুধুই মৃত্যুদণ্ড। অন্যান্য ধারার মতো এখানে 'অথবা' শব্দ দিয়ে বিকল্প কোনো শাস্তি প্রদানের সুযোগ নেই।</td><td>মৃত্যুদণ্ড</td></tr>
<tr><td rowspan="3">৩০৪</td><td colspan="3">এই ধারার শিরোনাম অত্যন্ত সঠিকভাবেই লিখিত আছে যে, খুন নয় এমন শাস্তিযোগ্য নরহত্যার সাজা [Punishment for culpable homicide not amounting to murder]। এটিকে অনেকেই ২৯৯ ধারার শাস্তি বলে গণ্য করেন যা পুরোপুরি ভুল। বরং, ৩০৪ ধারাটি মূলত ৩০০ ধারাতেই বর্ণিত ব্যতিক্রমের অংশের অপরাধের শাস্তি। culpable homicide not amounting to murder যেহেতু পরিকল্পনা সহকারে অনুষ্ঠিত হয় না, সেক্ষেত্রে এটির ঘটনার তাৎক্ষণিকতায় দুইটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে অপরাধটি সংঘটিত হতে পারে বিধায় এটির দুই প্রকারে শাস্তি বর্ণিত আছে ধারাটিতে, যা নিম্নরূপ –</td></tr>
<tr><td>১.</td><td>যদি মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায়েই সম্পাদিত হয় [is done with intention of causing death, or of causing such bodily injury as is likely to cause death]।</td><td>যাবজ্জীবন বা ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড</td></tr>
<tr><td>২.</td><td>যদি মৃত্যু ঘটাতে পারে এমনটি জানা থাকে, কিন্তু সে উদ্দেশ্যে তা করা হয়নি এমনতর কাজ বা আঘাত [without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death]।</td><td>১০ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড</td></tr>
</table>

৩০৪ক ও ৩০৪খ – এই দুইটি ধারাকে একত্রে অবহেলার ফলে মৃত্যু সংঘটনের ধারা হিসেবে মনে রাখতে হবে। নিচের ছকটি দেখুন মেমোরাইজ করার জন্য।

ধারা	বিষয়বস্তু	শাস্তি
৩০৪ক	৩০৪ক ও ৩০৪খ উভয়ই অবহেলার ফলে মৃত্যু সংঘটন নিয়ে। ৩০৪ক ধারায় কোনো বেপরোয়া বা অবহেলামূলকভাবে [by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide] কোনো অপরাধমূলক নয় এমন ধরণের নরহত্যা না হয় – এমন ধরণে কোনো মৃত্যু ঘটালে।	৫ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড
৩০৪খ	এই ধারায় বেপরোয়া বা অবহেলামূলকভাবে কোনো যানবাহন চালিয়ে কোনো অপরাধমূলক নয় এমন ধরণের নরহত্যা না হয় [by rash or negligent driving of any vehicle or riding on any public way not amounting to culpable homicide] এবং এতে কারো মৃত্যু ঘটালে। এই ধারার সাথে ২৭৯ এবং ৩৩৮ক মিলিয়ে পার্থক্যগুলো বুঝেশুনে রাখবেন।	৩ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড

সাধারণভাবে কোনো অপরাধের 'উদ্যোগ' [Attempt] নেওয়া হলে সেটি একটি অপরাধ বলে গণ্য করা হয় দণ্ডবিধির ৫১১ ধারা মোতাবেক। উক্ত ধারামতে কোনো 'উদ্যোগ' এর শাস্তি আলাদাভাবে উল্লেখ থাকলে সেটির অনুসরণেই শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু, সেরূপ উল্লেখ না থাকলে শাস্তি কীভাবে নির্ধারিত হবে সেটিই ৫১১ ধারার বিষয়বস্তু। তো, দণ্ডবিধির ৩০৭, ৩০৮ ও ৩০৯ ধারায় তিনটি অপরাধের উল্লেখে সেগুলোর 'উদ্যোগ' এর শাস্তি বলা আছে। বিষয়টি জরুরি। মেমোরাইজ করার জন্য নিচের ছকটি জরুরি। দেখে নিন। এই ধারাগুলোর বাইরেও দণ্ডবিধির এই অংশ থেকে ৩১০ ও ৩১১ ধারায় ঠগ এর সংজ্ঞা ও ঠগের শাস্তিও পড়ে নেবেন।

ধারা	বিষয়বস্তু		শাস্তি
৩০৭	এই ধারার শিরোনাম 'খুনের উদ্যোগ' [Attempt to murder]। অর্থাৎ, এটি ৩০০ ধারায় প্রথম অংশে বর্ণিত 'অপরাধমূলক নরহত্যা যা কিনা খুন বলে গণ্য হয়' তথা culpable homicide amounting to murder এর কথাটিকে নির্দেশ করে। কোনো অপরাধের উদ্যোগ নেওয়া দণ্ডবিধির ৫১১ ধারা অনুসারে একটি অপরাধ যা কিনা পুরো দণ্ডবিধি জুড়েই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু, যেহেতু খুনের 'উদ্যোগ' এর জন্য আলাদাভাবে এই ধারা অস্তিত্বশীল, তাই ৫১১ ধারাটির প্রযোজ্য নয় এখানে। যাইহোক, খুনের উদ্যোগের ৩টি প্রকারে শাস্তির কথা বর্ণিত আছে এবং এগুলো নিচে বর্ণিত আছে।		
	১.	এমন কোনো কাজ যার দরুণ মৃত্যু ঘটতে পারতো বলে সে জানে এবং উক্ত মৃত্যু সংঘটিত হলে খুনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতো এমনতর হলে।	১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
	২.	উপরোক্ত প্রকারে কাজের মাধ্যমে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে [if hurt is caused]।	যাবাজ্জীবন বা ১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
	৩.	উপরোক্ত প্রকারে কাজের মাধ্যমে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে [if hurt is caused] এবং তা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক হলে।	মৃত্যুদণ্ড
	বিশেষ নোট : লক্ষ্যণীয় যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুন করা হলে [৩০৩ ধারার অপরাধ] এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুনের 'উদ্যোগ' নিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হলে একমাত্র সাজা হলো – মৃত্যুদণ্ড; অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুন করা হোক আর খুনের উদ্যোগ নেওয়া হোক – দুইক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প সাজা দণ্ডবিধিতে উল্লেখ নেই।		
৩০৮	এই ধারার শিরোনাম হলো – 'অপরাধমূলক নরহত্যা করার উদ্যোগ' [Attempt to commit culpable homicide]। এই culpable homicide শব্দ দেখে কনফিউজ হবেন না যে, এটি ২৯৯ ধারা সংক্রান্তে কিছু। আমরা আগেই বলেছিলাম যে, culpable homicide শব্দটি 'অপরাধমূলক নরহত্যা যা কিনা খুন বলে গণ্য নয়' তথা culpable homicide not amounting to murder – এর সংক্ষিপ্ত রূপ আকারে কোথাও কোথাও বর্ণিত আছে। আবার মূল ধারার পাঠ নিলেও লক্ষ্য করবেন যে, ধারার ভেতরে একুরেটলি লেখা আছে যে, culpable homicide not amounting to murder। যাইহোক, এই ধারার অপরাধটিরও দুইটি প্রকারে শাস্তির বর্ণনা করেছে।		
	১.	এই অপরাধের উদ্যোগ নিলে।	৩ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড
	২.	এই অপরাধের উদ্যোগের কারণে কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হলে।	৭ বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড
৩০৯	আত্মহত্যার উদ্যোগ নিলে, অর্থাৎ, কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে, তথা জীবিত থাকলে।		১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড

মাঝখানে আত্মহত্যায় সহায়তা সংক্রান্ত দুইটি ধারা দেখে নিতে পারি। ধারা ৩০৫ ও ৩০৬। এই ধারা দুইটি আত্মহত্যায় সহায়তা সংক্রান্ত ধারা। একত্রে মনে রাখতে হবে। মেমোরাইজ করার জন্য পাশের পৃষ্ঠায় থাক ছক দেখুন। ৩০৫ ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের ইংরেজি শব্দগুলো খেয়াল রাখবেন।

ধারা	বিষয়বস্তু	শাস্তি
৩০৫	আত্মহত্যায় সহায়তা সংক্রান্ত ৩০৫ ও ৩০৬ ধারা দুইটি একত্রে পড়তে হবে। ১৮ বছরের কম বয়স্ক শিশু, উন্মাদ বা প্রলাপগ্রস্ত বা কোনো নির্বোধ ব্যক্তিকে [under eighteen years of age, any insane person, any delirious person, any idiot, or any person in a state of intoxication commits suicide] আত্মহত্যায় অপসহায়তা [abets] প্রদান করা হলে এবং উক্ত ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা করে তাহলে।	মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা ১০ বছরের কারাদণ্ডে ও সাথে অর্থদণ্ড
৩০৬	আগের ধারায় নির্দিষ্ট করা ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিকে, তথা আঠারো বছরের কম নয় এমন বা স্বাভাবিক-পরিণত মানুষকে আত্মহত্যায় অপসহায়তা করা হলে।	১০ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

এরপরে ‘আঘাত সম্পর্কিত’ উপশিরোনামে ৩১৯-৩৩৮ক পর্যন্ত ধারাগুলো। বলা বাহুল্য যে, দেহ ও জীবন সংক্রান্ত কোনো ফৌজদারি অপরাধের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আঘাত একটি পূর্বশর্ত। যদিও আঘাত করা ছাড়াও এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। আঘাত সংক্রান্ত এই অংশটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আঘাত সংক্রান্ত ধারণাগুলো বেশ পোক্তভাবে উপলব্ধিতে নিতে হবে। বিশেষ বা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে শাস্তির তারতম্যগুলো মনেও রাখতে হবে। আঘাত নিয়ে এই অংশের আলোচনায় ৩৩৪ ও ৩৩৫ ধারা দুইটি কিন্তু বিশেষ ব্যতিক্রম। পড়তে পড়তে এই দুইটি ধারার সাথে সম্পর্কিত করে কয়েকটি ধারা পড়তে হবে। খেয়াল রাখবেন। কম করে পড়তে চাইলে ৩১৯-৩২৬ক পর্যন্ত সবই, ৩৩৪, ৩৩৫ এবং ৩৩৮ক এই কয়েকটি ধারাও বাদ দেওয়া যাবেনা। আঘাত সংশ্লিষ্ট অংশের দুইটি ছক তৈরি করে দেওয়া থাকলো এখানে আপনাদের মেমোরাইজেশনের জন্য।

ধারার ধরণ	ধারা	বিষয়বস্তু	শাস্তি
সংজ্ঞামূলক	৩১৯	আঘাত এর সংজ্ঞা	
	৩২০	গুরুতর আঘাত এর সংজ্ঞা	
	৩২১	‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ আঘাত এর সংজ্ঞা	
	৩২২	‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ গুরুতর আঘাত এর সংজ্ঞা	
শাস্তিমূলক	৩২৩	‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ আঘাত এর শাস্তি	১ বছর
	৩২৪	‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আঘাত এর শাস্তি	৩ বছর
	৩২৫	‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ গুরুতর আঘাত এর শাস্তি	৭ বছর
	৩২৬	‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে গুরুতর আঘাত এর শাস্তি	১০ বছর/ যাবজ্জীবন
	৩২৬ক	‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ চোখ উপড়ানো বা এসিড দিয়ে গুরুতর আঘাত এর শাস্তি	মৃত্যুদণ্ড/ যাবজ্জীবন
সংজ্ঞা ও শাস্তি উভয়ই	৩৩৪	প্ররোচনার দরুণ ‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ আঘাতের ফলে শাস্তি	১ মাস
	৩৩৫	প্ররোচনার দরুণ ‘ইচ্ছাকৃতভাবে’ গুরুতর আঘাতের ফলে শাস্তি	৪ বছর
মন্তব্য : এখানে অনুল্লেখিত ৩৩৮ক ধারাটি সমেত ৩৩৪ ও ৩৩৫ ধারা দুইটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ৩১৯ থেকে ৩২৬ক পর্যন্ত সবগুলো ধারাই ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিতে হবে। খানিকটা সতর্কভাবে খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, এগুলো মনে রাখা খুব কঠিন কিছু নয় একদমই। শাস্তির ধারাগুলো বিষয়বস্তুর সাথে একটি সংখ্যা আকারে মনে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ, যেমন, ১৩৭১০। অন্যদিকে, ৩২৬ক ধারায় মৃত্যুদণ্ডের বিধান পর্যন্ত আছে - এটিতো আলাদাভাবে মনে রাখা বিশেষ কর্তব্য।			

উপরের ছকে দেখুন শুরুতেই ৪টি ধারাতে মূলত আঘাত সম্পর্কিত সংজ্ঞাসমূহ দেওয়া আছে। আঘাত নিয়ে মূল ধারণা দুইটি। একটি ‘আঘাত’, আরেকটি ‘গুরুতর আঘাত’। ফলে ৩১৯ এবং ৩২০ এ পরপর দুইটি বেসিক ধারণার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

আর তারপরেই আরো দুইটি ধারার শিরোনাম ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, সেখানে উপরোক্ত দুইটি ধারণাকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'ইচ্ছাকৃতভাবে' শব্দটি। আপনারা জানেন যে, 'ইচ্ছাকৃতভাবে' শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া আছে দণ্ডবিধির শুরুতেই, ৩৯ ধারায়। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ীই এটিকে বুঝতে হবে। উপরন্তু, এই শব্দটি জুড়ে দেবার উদ্দেশ্য হলো – যেকোনো আঘাত নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছায় কেউ করতে পারে, আবার এমনও হতে পারে যে, কারো ক্রমাগত উস্কানির মুখে একজন আরেকজনকে আঘাত করে বসতে পারে। এরূপ অবস্থায় সেটিকে পৃথক করার প্রয়োজন পড়েছে। অর্থাৎ, ধরুন কেউ আপনাকে ক্রমাগত আজেবাজে কথা বলে আপনাকে উস্কানি দিচ্ছে এবং আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আঘাত করলেন। এই ধরনের আঘাতের ক্ষেত্রে উক্ত আজেবাজে কথা ছুড়ে দেওয়া লোকটিরও কিছু দায় আছে। সে আপনাকে এমনভাবে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে যে, আপনি রাগ সংবরণ করতে না পেরে তাকে মেরে দিয়েছেন বা আঘাত করেছেন। এক্ষেত্রে আপনার আঘাতটি নিরঙ্কুশভাবে 'ইচ্ছাকৃতভাবে' নয়। আপনার আঘাতটি ঘটেছে প্ররোচনার দরুণ [On provocation]।

যেহেতু, প্ররোচনার ফলে আঘাত বা গুরুতর আঘাত করা যায়, ফলে সেটি থেকে পৃথক করার জন্যই 'ইচ্ছাকৃতভাবে' শব্দটি বসিয়ে এটিকে নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যাই হোক, অর্থাৎ ৩১৯ ও ৩২০ এ সাধারণভাবে আঘাত ও গুরুতর আঘাতের সংজ্ঞা। অন্যদিকে, ৩২১ ও ৩২২ এ 'ইচ্ছাকৃতভাবে' আঘাত ও গুরুতর আঘাতের সংজ্ঞা। প্রকৃতপক্ষে, আঘাত সম্পর্কিত প্রধান দুইটি অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া আছে ৩২১ এবং ৩২২ ধারায়; ৩১৯ ও ৩২০ ধারায় নয়। এই সবগুলো ধারার মধ্যে একটি রিদম বা ছন্দ আছে। এটিকে ছন্দে ছন্দে মনে রাখাটা একদম সহজ। ছন্দটি নিচের ইমেজে গুছিয়ে দিলাম। ছকের পরের আলোচনাসমেত ছকটি বোঝার চেষ্টা করুন।

আঘাত সংক্রান্ত ধারাগুলোর ছন্দ

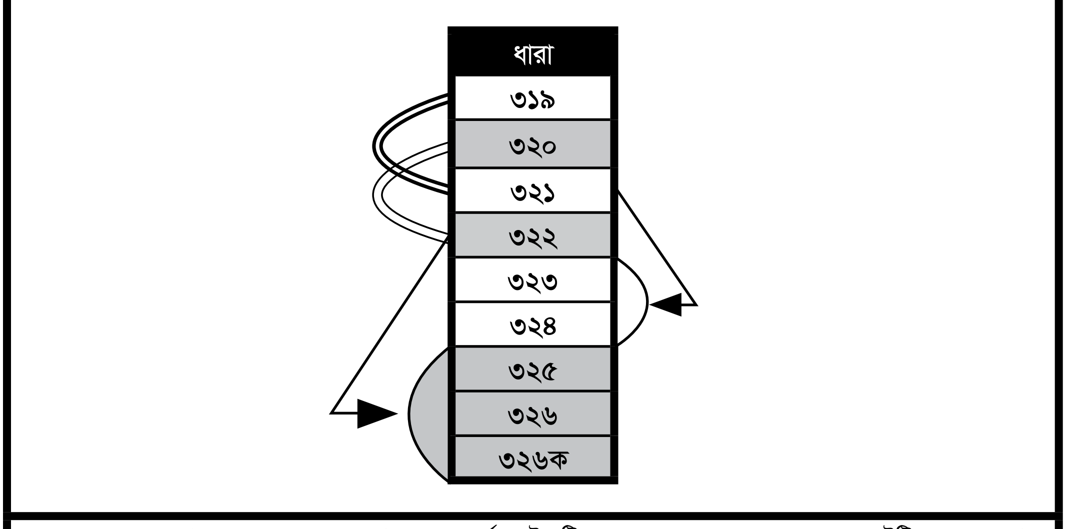

মন্তব্য : ভালোভাবে খেয়াল করুন যে, ৩১৯ থেকে ৩২২ পর্যন্ত এই ৪টি ধারায় সংজ্ঞা আছে। ৩১৯ ও ৩২১ দুইটি বেজোড় সংখ্যার ধারায় আঘাত এবং ৩২০ ও ৩২২ ধারা দুইটি জোড় সংখ্যার ধারায় গুরুতর আঘাতের সংজ্ঞা প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে শাস্তি সংক্রান্ত ৩২৩ থেকে ৩২৬ক পর্যন্ত ৫টি ধারায় প্রথম দুইটি ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত তথা ৩২১ ধারায় বর্ণিত বিষয়ের শাস্তির তারতম্য আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে, শেষের তিনটি ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত তথা ৩২২ ধারায় বর্ণিত বিষয়ের শাস্তির তারতম্য আলোচিত হয়েছে। বিষয়গুলো উপরের গ্রাফ অনুযায়ী একবার মনে রাখতে পারলে আর কখনোই ভুলবেন না সম্ভবত। ট্রাই করুন।

এবার শাস্তির ধারাগুলো দেখুন। ৩২৩ ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাতের সাজা। আর ৩২৪ ধারায় ইচ্ছাকৃতভাবে 'মারাত্মক অস্ত্র' দ্বারা আঘাতের সাজা। অন্যদিকে ঠিক তার পরের দুইটি ধারাতেই, **৩২৫ ও ৩২৬ ধারায়, ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাতের সাজা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে 'মারাত্মক অস্ত্র' দ্বারা গুরুতর আঘাতের সাজা।** এই ৪টি ধারার পরেই ৩২৬ক ধারা

প্রতি হুলিয়া বা ঘোষণাপত্র কীভাবে জারি করতে হবে তা বলা আছে। আর উক্ত পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি হুলিয়া [Proclamation] জারি করার সাথে সাথে ক্রোক [Attachment] করা যাবে – তা বলা আছে ৮৮ ধারায়। ৮৮ ধারাটিতে এরূপ ক্রোক করার বিস্তারিত পদ্ধতি বর্ণিত আছে। ধারাটির ৬(ক) উপধারা মতে যদি ক্রোককৃত কোনো সম্পত্তির দাবিদার উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ হয়, তাহলে তাকে ক্রোক হবার ৬ মাসের মধ্যেই তার দাবি বা আপত্তি করতে হবে। কোনো পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করতে গিয়ে বাড়ির অন্য কোনো সদস্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ক্রোক হয়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রে প্রতিকার দেবার জন্যই এই বিধান রাখা হয়েছে। যাইহোক, এই ধারা তিনটির বিস্তারিত তথ্যসমূহের যেকোনো তথ্যই ভবিষ্যতে পরীক্ষায় আসার মতো বিধায় যতন করে পড়ে রাখতে হবে।]
সঠিক উত্তর : গ ; [ধারা : ৮৮, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৩৩. সরকার The Code of Criminal Procedure, 1898 এর কোন ধারা বলে অশ্লীলতার অভিযোগে কোনো পুস্তক বাজেয়াপ্ত করে? [বার : ২০২০]

ক. 99 খ. 99A গ. 99B ঘ. 99C

[রিমাইন্ডার : 'তল্লাশি পরোয়ানা' [Search Warrants] শিরোনামে ফৌজদারি কার্যবিধির সপ্তম অধ্যায়ে খ অংশে ৯৬ ধারা থেকে ৯৯ছ ধারা পর্যন্ত বিধান বর্ণিত আছে। এরই ভেতরে ৯৯ক ধারার শিরোনাম 'কতিপয় প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা এবং তার জন্য তল্লাশি ওয়ারেন্ট জারির ক্ষমতা' [Power to declare certain publications forfeited and to issue search warrants for the same]। এই শিরোনামে ধারায় মূলত দণ্ডবিধির কিছু ধারা উল্লেখে কোনো প্রকাশনা, পুস্তক, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো লেখা বা চিত্র বা কোনো দলিলে যেভাবেই মুদ্রিত হোক না কেন, তা যদি দণ্ডবিধির উক্ত ধারাসমূহ অনুসারে অপরাধ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে তাহলে উক্ত প্রকাশনা বা লেখা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আদালতকে। উপরন্তু, এ বিষয়ক তল্লাশির বিধানও এখানে উল্লেখ আছে। দণ্ডবিধির যে ধারাগুলো উল্লেখ আছে এই ৯৯ক ধারায় সেই ধারাগুলো মিলিয়ে নিয়ে পড়ে রাখতে হবে যেন আরো ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসলেও এর উত্তর পারা যায়। দণ্ডবিধির ১২৩ক, ১২৪ক, ১৫৩ক, ২৯২, ২৯৫ক, ৫০৫ এবং ৫০৫ক ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধগুলোর উল্লেখ আছে এখানে। আলোচ্য প্রশ্নে অশ্লীলতার অভিযোগে কোনো পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যা কিনা ফৌজদারি কার্যবিধির বিষয়বস্তু হলেও এর মূল অপরাধটির পরিচয় দেওয়া হয়েছে দণ্ডবিধির ২৯২ ধারায়। দণ্ডবিধির ২৯২ ধারার শিরোনাম 'অশ্লীল পুস্তকাদি ইত্যাদি বিক্রয়' [Sale, etc., of obscene books, etc.]। এখানে অশ্লীল লেখা, চিত্র ইত্যাদি পুস্তকাদি বা মুদ্রণ করা, আমদানি-রপ্তানি করা ইত্যাদি করার সাধারণভাবে শাস্তি ৩ মাস পর্যন্ত যেকোনো বর্ণনার কারাদণ্ড। কিন্তু, সংশ্লিষ্ট জব্দকৃত উক্ত অশ্লীল পুস্তক ইত্যাদির ক্ষেত্রে তা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতাটি বর্ণনা করা আছে ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৯ক ধারায়। ধারাটির শেষে 'সংবাদপত্র', 'পুস্তক' এবং 'দলিল' বলতে যে ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ এর সংজ্ঞা অনুসারে নির্ধারণ করতে হবে বলে উল্লেখ আছে – এটিও বিশেষভাবে মনে রাখবেন।]
সঠিক উত্তর : খ ; [ধারা : ৯৯ক, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৩৪. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর কোন ধারায় বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারে সার্চ ওয়ারেন্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে? [জুডি. : ২০১৭]

ক. ৭৬ খ. ৯৬ গ. ৯৮ ঘ. ১০০

[রিমাইন্ডার : কার্যবিধির এই ১০০ ধারা অনুসারে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বা নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট কোনো বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি পরোয়ানা প্রদান করতে পারবেন এবং যার প্রতি উক্ত পরোয়ানা নির্দেশিত হবে, তিনি যদি পরোয়ানামূলে তল্লাশি করে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে পারেন, তবে অনতিবিলম্বে তাকে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করবেন।]
সঠিক উত্তর : ঘ ; [ধারা : ১০০, ফৌজদারি কার্যবিধি]

অপরাধ দমন প্রসঙ্গ [ধারা ১০৬-১৫৩]

৩৫. ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে কোনো ব্যক্তির সদাচরণের মুচলেকা দেয়ার আদেশ দিতে পারেন– [বার : ২০১৫]
ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খ. ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট
গ. থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘ. চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্টেট

[রিমাইন্ডার : 'অপরাধ দমন' শিরোনামে অনেকগুলো উপশিরোনামে ১০৬-১৫৩ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই অংশটিতে শুধু ১০৬ ধারাটিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতার কথা বলা আছে। অবশিষ্ট সবগুলো ধারাতেই নির্বাহী বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতার কথা বলা আছে।]
সঠিক উত্তর : ক ; [ধারা : ১০৭, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৩৬. ফৌজদারি কার্যবিধির ১০৭ ধারার মামলা নিম্নোক্ত কোন আদালতের আদি এখতিয়ারভুক্ত? [বার : ২০১২]
ক. মুখ্য মহানগর হাকিম খ. দায়রা জজ গ. ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
রিমাইন্ডার : ৩৫ নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন]
সঠিক উত্তর : ঘ ; [ধারা : ১০৭, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৩৭. মহানগরী এলাকার বে-আইনী সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগের আদেশ দিতে পারেন কে?
ক. পুলিশ কমিশনার খ. স্বরাষ্ট্র সচিব
গ. সেনাবাহিনী প্রধান ঘ. চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

[রিমাইন্ডার : ফৌজদারি কার্যবিধির চতুর্থ ভাগ 'অপরাধ দমন' শিরোনামে বিন্যস্ত আছে। কার্যবিধির এই ভাগের অন্যতম গুরুত্ব হলো – কোনো অপরাধ সংঘটিত হবার আগেই তা দমন করা, যেন অধিক মামলার সৃষ্টি না হয় এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়। এই চতুর্থ ভাগের ভেতরে নবম অধ্যায়টি 'বেআইনি সমাবেশ' [Unlawfull Assembly] নিয়ে। দণ্ডবিধিতে এই একই বিষয়ের বিস্তার ছিলো অষ্টম অধ্যায়ে ১৪১ থেকে ১৬০ ধারা পর্যন্ত। ফৌজদারি কার্যবিধিতে ১২৭ থেকে ১৩২ ধারা পর্যন্ত ধারাসমূহে মূলত একটি বেআইনি সমাবেশকে কীভাবে থামানো যায় এবং তা কে করতে পারেন সে বিষয়ে বিস্তারিত বলা রয়েছে। ১২৭ ধারায় কোনো বেআইনি সমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার কর্তৃক। ১২৮ ধারায় কোনো সমাবেশকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেআইনি সমাবেশ হিসেবে ঘোষণা দেবার পরে এবং ছত্রভঙ্গ হবার নির্দেশ দিলেও যদি তা ছত্রভঙ্গ না হয় সেক্ষেত্রে যেকোনো সাধারণ নাগরিক [তবে, এখানে বলা আছে 'পুরুষ' এর কথা; ইংরেজিতে এভাবে যে, may require the assistance of any male person] এর সহযোগিতা নিয়ে তা ছত্রভঙ্গ করতে পারবেন। এটি পারবেন কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোনো থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। অন্যদিকে, ১২৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, অন্য কোনোভাবে যদি ছত্রভঙ্গ [ধরে নিতে পারেন যে, ১২৮ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক যদি সম্ভব না হয়] না করা যায় তাহলে সামরিক শক্তিও প্রয়োগ করা যাবে উক্ত বেআইনি সমাবেশের প্রতি। ১২৯ ধারা মোতাবেক সাধারণভাবে উপস্থিত সর্বোচ্চ পদের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এই শক্তি প্রয়োগের জন্য এখতিয়ারাবান। তবে, মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য এই শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন একজন মেট্রোপলিটন এলাকার পুলিশ কমিশনার। ভবিষ্যত পরীক্ষার জন্য অন্তত ১২৭, ১২৮ ও ১২৯ ধারা তিনটির পাঠ ভালোভাবে সেরে রাখা উচিত।]
সঠিক উত্তর : ক ; [ধারা : ১২৯, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৩৮. ফৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ সাধারণত সর্বোচ্চ কতদিন বলবৎ থাকে? [বার : ২০১২]
ক. ৬ মাস খ. ১ বছর গ. ২ মাস ঘ. ৩০ দিন

[রিমাইন্ডার : ১৪৪ ধারার আদেশ ১৩৪ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে দিতে হয় – এটি ধারাতেই উল্লেখ আছে; মনে রাখবেন। এটি মহানগরী এলাকায় প্রযোজ্য হবে না – ধারায় এটি বলা থাকলেও অন্য কোনো আইনে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে এই ক্ষমতা দেবার মাধ্যমে এটির দূর্বলতা পূরণ করা হয়েছে। ১৪৪ ধারার আদেশ আদালত একতরফাভাবে দিতে পারে, ফলে

জামিনে মুক্তি দিতে পারবেন বা জামিনে মুক্তি দিতে সাধারণভাবে কোনো বাধা থাকবে না। ১২০ দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হলে জামিনে মুক্তি দিতে পারবেন কি পারবেন না, এটিই এই অংশের মূল ফোকাস। এখানে ফলে বিষয়টি কোনো বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। এটি একটি নির্দেশনামূলক বিধান।]
সঠিক উত্তর : ক ; [ধারা : ১৬৭, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৫৫. একটি ফৌজদারি আদালত পুলিশ ডায়েরি তলব করতে পারেন- [বার : ২০১৩]
ক. সাক্ষ্যের জন্য খ. তদন্তের জন্য
গ. বিচারের জন্য ঘ. সুরতহালের জন্য

[রিমাইন্ডার : পুলিশের তদন্ত অগ্রগতির ধারাবাহিক রিপোর্ট সম্বলিত ডায়েরিকেই পুলিশ ডায়েরি বলে। ১৭২ ধারাটি পুলিশ ডায়েরির ধারা হিসেবে পরিচিত। পুলিশ ডায়েরি কখনোই সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারেনা, তবে অনুসন্ধান ও বিচারের সহায়ক হিসেবে আদালত এটি ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া, পুলিশ অফিসার তার 'স্মৃতি সজীব' করার জন্য এবং আদালত কোনো পুলিশ অফিসারের প্রদেয় সাক্ষ্যের বিরোধিতা করার জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে বর্ণিত সমস্ত তথ্যই মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।]
সঠিক উত্তর : গ ; [ধারা : ১৭২, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৫৬. পুলিশী তদন্তে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া না গেলে দাখিলকৃত রিপোর্টের প্রচলিত নাম- [বার : ২০১২]
ক. রিলিজ রিপোর্ট খ. চার্জ শিট গ. ফাইনাল রিপোর্ট ঘ. ডিসচার্জ রিপোর্ট

[রিমাইন্ডার : কার্যবিধিতে বলা আছে 'পুলিশ রিপোর্ট'। কিন্তু এর সংজ্ঞা সুনির্দিষ্টভাবে কার্যবিধির কোথাও বলা নাই। এর অনেকগুলো প্রকারভেদও আছে সেগুলোর কথাও বলা নাই। পুলিশ রিপোর্ট প্রধানত ২ রকম। একটা অভিযোগপত্র বা Charge Sheet নামে পরিচিত এবং অন্যটা চূড়ান্ত রিপোর্ট বা Final Report নামে পরিচিত। কিন্তু এই দুটোর মানে কী? সাধারণভাবে একজন অভিযুক্তের প্রতি অভিযোগের সত্যতা যদি তদন্তে পাওয়া যায়, তবে পুলিশ রিপোর্টটা হয় অভিযোগপত্র আকারে (Charge Sheet) এবং এর ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি শুরু করে দেন। অন্যদিকে যদি অভিযোগের সত্যতা না পাওয়া যায়, তাহলে পুলিশ রিপোর্টটা হয় চূড়ান্ত রিপোর্ট (Final Report) আকারে এবং এর ভিত্তিতে আসামিকে অব্যাহতি দিয়ে মামলাটি সেখানেই শেষ করে দিতে পারেন ম্যাজিস্ট্রেট [২০২ এর ২খ উপধারা মোতাবেক]।
সঠিক উত্তর : গ ; [ধারা : ১৭৩, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৫৭. The Code of Criminal Procedure, 1898 এ নিম্নোক্ত কোন শব্দটির প্রয়োগ নেই? [জুডি. : ২০১৯]
ক. Inquiry খ. Investigation
গ. Re-Investigation ঘ. Further investigation

[রিমাইন্ডার : এইটা একটা মজার প্রশ্ন। Inquiry শব্দটি ফৌজদারি কার্যবিধিতে ৪ ধারায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আরেকটি অপশনে থাকা Investigation শব্দটিও উক্ত ধারাতেই সংজ্ঞায়িত আছে। অন্যদিকে, Further investigation শব্দটি কার্যবিধির ১৭৩ ধারায় বর্ণিত আছে। শুধু Re-Investigation শব্দটি কোথাও নেই। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এভাবে শব্দ সংক্রান্ত প্রশ্ন এলে কি তবে পুরো ফৌজদারি কার্যবিধিই মুখস্থ রাখতে হবে? এর উত্তর হচ্ছে – না। বস্তুত, এই প্রশ্নটি যথেষ্ট সঙ্গত একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মাধ্যমে – ১৭৩ ধারার মাধ্যমে যে পুলিশ চার্জশিট জমা দেবার পরেও অধিকতর তদন্ত [Further investigation] করতে পারে সেটি সম্পর্কে নিখুঁতভাবে আপনার উপলব্ধি আছে কিনা সেটিই পরখ করা হয়েছে। পুলিশ উপরে বর্ণিত অধিকতর তদন্ত করার মাধ্যমে এমনকি সম্পূরক চার্জশিটও আদালতে জমা দিতে পারে বা সেটি সম্পর্কে কোনো বাধা নেই। পুলিশের চার্জশিট জমা দেবার পরে এই যে বাড়তি আকারে তদন্ত করে বা করতে পারে, এটিকে আইনে Re-Investigation [পুনঃতদন্ত] না বলে Further investigation [অধিকতর তদন্ত] বলা হয়েছে। এর যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে। সাধারণভাবে Re-Investigation [পুনঃতদন্ত] বলতে পুনরায় তদন্ত বোঝাবে যা কিনা শব্দের অর্থগত দিক থেকে আগের তদন্তকে [Investigation]

বাতিল করে দেয়। কিন্তু, Further investigation [অধিকতর তদন্ত] শব্দটি দিয়ে আগের তদন্তকে বাতিল না করে বরং আরো অতিরিক্ত আকারে তদন্ত করাকে নির্দেশ করে। ফলে, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর – Re-Investigation।

তার মানে ফৌজদারি কার্যবিধিতে কোনো তদন্তের পুনঃতদন্ত করা যায় না; বরং এটির অধিকতর তদন্ত করা যেতে পারে মাত্র। এই প্রশ্নের উসিলায় এটাও জেনে রাখুন যে, সাক্ষ্য আইনেও অনুরূপ আরেকটি শব্দবন্ধ আছে যা একইরকমভাবে পরীক্ষায় প্রশ্ন আকারে হাজির হয়ে যেতে পারে। শব্দটি হলো সাক্ষ্য আইনের ১৩৮ ধারায় বর্ণিত অধিকতর জেরা সম্পর্কে। সেখানেও জেরা সম্পর্কে পরের দফায় আবারো যখন করা হয় তখন সেটিকে পুনঃজেরা [Re-Cross examination] না বলে বলতে হয় অধিকতর জেরা [Further cross examination]। আসন্ন পরীক্ষায় এসেই যায় কিনা কে জানে!

আলোচ্য প্রশ্নের সুবাদে ১৭৩ ধারা বক্তব্য অনুসারে অধিকতর তদন্ত সম্পর্কে আবারো একবার রিভিশন দিন নিচের এই তথ্যগুলো থেকে।

একটি চার্জশিট আদালতে গৃহীত হওয়া মানে হচ্ছে উক্ত তদন্ত গ্রহণ করে আদালত তার কাজ অগ্রসর করবে বা বিচার শুরু করবে। কিন্তু, তদন্তের কিছু সীমাবদ্ধতাও থাকতে পারে, বাদ পড়ে যাওয়া কিছু তথ্যও থাকতে পারে, আবার আরো কিছু ক্লু ধরে আরো নতুন তদন্তের মাধ্যমে সেটা পূর্ণতা পেতে পারে। এক্ষেত্রে দুইভাবে এই অধিকতর তদন্ত [further investigation] সম্পন্ন হতে পারে, যথা -

১. তদন্তে যদি ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট না হোন তবে অধিকতর তদন্ত [further investigation] করার নির্দেশ দিতে পারবেন [ধারা : ১৭৩ এর ২ উপধারা]।
২. ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চার্জশিট দেবার পরেও পুলিশ অধিকতর তদন্ত [further investigation] করতে পারবে এবং আরো সাক্ষ্যের রিপোর্ট বা রিপোর্টসমূহ জমা দিতে পারবে আদালতে [Nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation...] [ধারা : ১৭৩ এর ৩খ উপধারা]।

ধারাতে উল্লেখিত তথ্য অনুসারেই দেখা যায় যে, একটি চার্জশিট গৃহীত হবার পরেও অধিকতর তদন্তের মাধ্যমে আরো রিপোর্ট জমা দিতে পারবে পুলিশ। এই সম্পূরক চার্জশিট তদন্ত প্রক্রিয়ার একটি অংশ। সম্পূরক চার্জশীটে পূর্বের অভিযুক্তদের বাদ দেয়া যায় না, সঙ্গত হলে নতুন আসামি যুক্ত হতে পারে।]
সঠিক উত্তর : গ ; [ধারা : ১৭৩(২), ফৌজদারি কার্যবিধি]

৫৮. কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে মর্মে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংবাদ পেলে তিনি সুরতহাল করাবার জন্য কাকে জানাবেন? [বার : ২০২০]

ক. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খ. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
গ. পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট ঘ. সিভিল সার্জন

[রিমাইন্ডার : ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৪ ধারার মূল বিষয়বস্তু থেকে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। ন্যূনতম যেটুকু বিবেচনায় না নিলেই নয়, সেটুকু আয়ত্তে আনার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। ১৭৪ ধারাটির প্রধান বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ নিম্নোক্তরূপে বিবেচনায় রাখতে পারেন।
১. কোনো পুলিশ অফিসার যখন নিম্নোক্তরূপে কোনো খবর পান যে,
ক. কেউ আত্মহত্যা করেছে; বা
খ. কোনো ব্যক্তি বা প্রাণী কর্তৃক বা যন্ত্রপাতি দ্বারা বা কোনো দূর্ঘটনার ফলে কেউ নিহত হয়েছে; বা
গ. এমনতর মৃত্যুর শিকার হয়েছেন কেউ যা দেখে মনে করা যুক্তিসঙ্গত যে সেখানে একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে; তাহলে –
সুরতহাল তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিকটতম
ক. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট; বা
খ. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
এর নিকট খবর দেবেন উক্ত পুলিশ অফিসার।
আলোচ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। তবে, সুরতহাল [inquest] এবং ময়না তদন্ত [post-mortem] সম্পর্কে

বেসিক ধারণা এখানেই রেখে দেওয়া যেতে পারে। সুরতহাল হলো – কোনো মৃত ব্যক্তির শরীরে দৃশ্যমান যা যা আঘাত আছে সেগুলো সম্পর্কে ধারণা পাবার জন্য আঘাতের পরিচয় লেখা। এরকম কোনো রিপোর্টই হলো সুরতহাল রিপোর্ট। সুরতহাল রিপোর্ট প্রণয়ন তখনই প্রয়োজন পড়ে যখন ১৭৪ ধারায় উল্লেখিত তিনটি অবস্থার যেকোনো অবস্থায় কোনো মৃত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। এটি মৃতদেহের বাহ্যিক পরিস্থিতি বা অবস্থার পরিচয় নির্দিষ্ট করে এবং এটি করে থাকেন যেকোনো পুলিশ অফিসার যা কিনা সাধারণভাবে কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে করা হয়। সুরতহাল করার প্রয়োজন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৬ ধারামতেও প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে যখন কিনা একজন ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে মৃত্যুবরণ করে। সেক্ষেত্রে এই সুরতহাল করার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, কোনো পুলিশ অফিসার কর্তৃক তদন্তের বাইরেও কোনো নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই সুরতহাল তদন্তের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং কোনো অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এর যেরূপ ক্ষমতা থাকে সেরূপ সব ক্ষমতাই তিনি প্রয়োগ করতে পারবেন। সুরতহাল [inquest] সম্পর্কে কার্যবিধির ১৭৪ ও ১৭৬ ধারা দুইটিতেই উল্লেখ আছে। তবে, অন্য প্রসঙ্গে ৫২৯ ধারাতেও শব্দটি উল্লেখ করা আছে। সম্ভব হলে ৫২৯ ধারাটিও দেখে রাখবেন উক্ত ধারার মূল বিষয়বস্তুতে ফোকাস করে।

অন্যদিকে, ময়না তদন্ত করে থাকেন কোনো ডাক্তার। ময়না তদন্তের মাধ্যমে কোনো মৃতের মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা হয়। ময়না তদন্তের রিপোর্ট সংক্রান্ত একটি ধারা রয়েছে; ৫০৯ক ধারা, যা কিনা ১৯৮২ সালের এক সংশোধন আইনের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। ময়না তদন্ত সম্পর্কে 'আইন শব্দকোষ' বইটিতে চমৎকার সারসংক্ষেপ দেওয়া আছে যা এখানে আপনাদের উপলব্ধির জন্য তুলে দেওয়া হলো।

> "ময়না তদন্ত : কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর ডাক্তার কর্তৃক তার দেহের প্রয়োজনীয় তদন্ত করা। প্রধানত পাঁচটি কারণে ময়না তদন্ত করতে হয়: মৃত্যুর কারণ নির্ণয়, অর্থাৎ মৃত্যুটি স্বাভাবিক কিনা তা নিরূপণ; মৃত্যুর প্রকৃতি নির্ধারণ, অর্থাৎ, মৃত্যুটি কীভাবে হয়েছে আত্মহত্যা, না দুর্ঘটনা, না অন্য কিছু, তা নির্ধারণ; মৃত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণ; মৃত্যুর সময় নিরূপণ; এবং সদ্য ভূমিষ্ট শিশুটির জীবিতজন্ম না মৃতজন্ম বা বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা, তা জানা। একজন ডাক্তার যেকোনো মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে পারেন না বা করেন না। এজন্য সুষ্ঠু বিচারের স্বার্থে ডাক্তারকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অথবা বিচারক কর্তৃক কোনো মৃতের দেহ ময়না তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কর্তৃত্ব প্রদান করতে হয়।"]

সঠিক উত্তর : ক ; [ধারা : ১৭৪, ফৌজদারি কার্যবিধি]

৫৯. কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির কোন ধারার বিধানানুযায়ী লাশ তোলা হয়? [বার : ২০১৭]

ক. ১৭০ ধারা   খ. ১৭২ ধারা

গ. ১৭৪ ধারা   ঘ. ১৭৬(২) ধারা

[রিমাইন্ডার : পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে এবং ১৭৪ ধারার (১) উপধারার (ক), (খ) ও (গ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অন্যান্য ক্ষেত্রের কারণে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তবে, তার লাশ কবরস্থ করার পর যদি তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে ম্যাজিস্ট্রেট লাশ কবর থেকে উঠিয়ে পরীক্ষা করতে পারবেন। ধারাটির শিরোনাম – 'ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান'।]

সঠিক উত্তর : ঘ; [ধারা : ১৭৬, ফৌজদারি কার্যবিধি]

ফৌজদারি আপিলের ধারাসমূহের বিভক্তির চিত্র [৪০৪-৪৩১ ধারা]

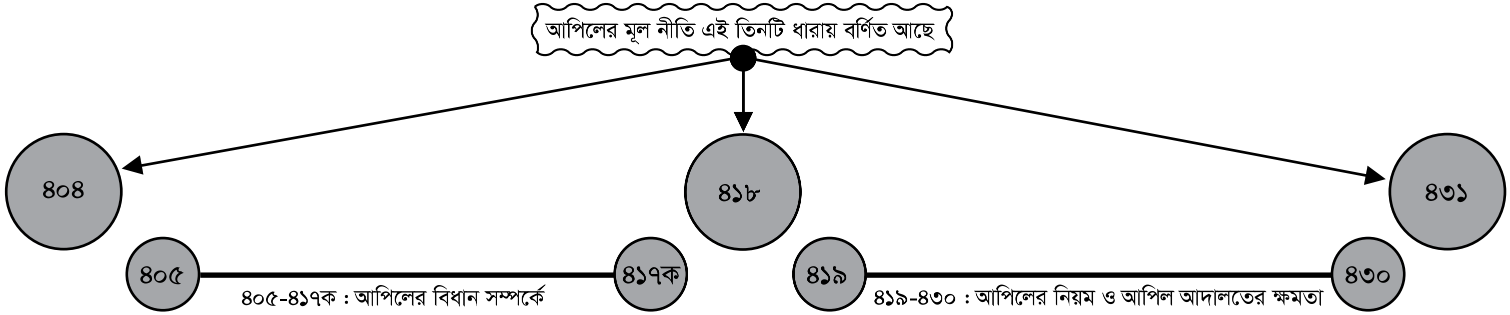

ধারা	ধারার শিরোনাম
৪০৫	ক্রোককৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের আবেদন অগ্রাহ্য হলে উহার বিরুদ্ধে আপিল
৪০৬	শান্তি রক্ষা বা সদাচরণের মুচলেকার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল
৪০৬ক	জামানত গ্রহণ করতে অস্বীকার করা বা জামানত নাকচ করার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল
৪০৭	দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল
৪০৮	যুগ্ম দায়রা জজ বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল
৪০৯	কিভাবে দায়রা আদালতে আপিলের শুনানি হয়
৪১০	দায়রা আদালত প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল
৪১২	আসামি দোষ স্বীকার করলে কতিপয় ক্ষেত্রে আপিল চলবে না
৪১৩	তুচ্ছ মামলায় কোনো আপিল নাই
৪১৪	সংক্ষিপ্ত বিচারের কতিপয় দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল নাই
৪১৭	খালাসের ক্ষেত্রে আপিল
৪১৭ক	অপর্যাপ্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল

ধারা	ধারার শিরোনাম
৪১৯	আপিলের আবেদন
৪২০	আপিলকারী কারাগারে থাকলে তখনকার পদ্ধতি
৪২১	আপিল সরাসরি খারিজ
৪২২	আপিলের নোটিশ
৪২৩	আপিল নিষ্পত্তির ব্যাপারে আপিল আদালতের ক্ষমতা
৪২৪	অধস্তন আপিল আদালতের রায়
৪২৫	আপিলে হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ প্রত্যায়ন করে নিম্ন আদালতে পাঠাতে হবে
৪২৬	আপিল পেন্ডিং থাকলে দণ্ড স্থগিত
৪২৭	খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের ক্ষেত্রে আসামিকে গ্রেফতার
৪২৮	আপিল আদালত অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করতে বা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবেন
৪২৯	আপিল আদালতের বিচারকগণ সমসংখ্যায় বিভক্ত হলে তখনকার পদ্ধতি
৪৩০	আপিলে আদেশের চূড়ান্ত অবস্থা

দলিল সংশোধন সংক্রান্ত সংজ্ঞামূলক ধারার পরিচয়

ধারা ৩১ : যখন দলিল সংশোধন করা যাইতে পারে [When instrument may be rectified] : যখন প্রতারণার মাধ্যমে অথবা পক্ষসমূহের পারস্পরিক ভুলের দরুন কোনো চুক্তি বা অপর কোনো লিখিত দলিল সত্যিকারভাবে তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে না, যেকোনো পক্ষ অথবা তাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি দলিল সংশোধিত করে লইবার জন্য মামলা দায়ের করতে পারে এবং যদি ইহা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলিয়া আদালত দেখিতে পায় যে, দলিল প্রণয়নের সময় প্রতারণা বা ভুল করা হয়েছে এবং তাহা কার্যকর করিবার ব্যাপারে পক্ষসমূহের সত্যিকার উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে সক্ষম হন, সেখানে আদালত তার বিবেচনামূলক ক্ষমতাবলে যতদূর পর্যন্ত তাহা তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সরল বিশ্বাসে এবং মূল্যের বিনিময়ে অর্জিত অধিকারে হস্তক্ষেপ না করেই করা যায়, ততদূর পর্যন্ত দলিল সংশোধন করতে পারে, যাতে তারা সেই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়।

একটি দলিল এই ৩টি কারণে সংশোধন করা যায়

যেকোনো পক্ষ অথবা তাহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি এই মোকদ্দমা করতে পারেন

আদালতের নিকট এই ২টি বিষয় প্রমাণ করতে হবে

এটি বোঝার জন্য উদাহরণটি বুঝুন

একটি দলিল কখন সংশোধন করা যায়?

১. যখন দলিলটিতে কোনো পক্ষের প্রতারণা বিদ্যমান

২. পক্ষসমূহের পারস্পরিক ভুল

৩. যখন দলিলটি সত্যিকারভাবে তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ

কে মোকদ্দমা করতে পারে?

১. দলিলের যেকোনো পক্ষ

২. যেকোনো পক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি

আদালতের নিকট কি প্রমাণ করতে হবে?

১. দলিল প্রণয়নের সময় প্রতারণা বা ভুল ছিলো

২. পক্ষসমূহের সত্যিকার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়নি

উদাহরণ

(ক) 'ক' 'খ' এর নিকট তার একটি বাড়ি এবং বাড়ি সংলগ্ন তিনটি গুদামের একটি বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হইয়া 'খ' কর্তৃক তৈরি কবলা সম্পাদন করেন, যাতে 'খ' এর প্রতারণার ফলে তিনটি গুদামই অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতারণামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত অপর দুইটি গুদামের একটি 'খ' 'গ' কে প্রদান করে এবং অন্যটি 'ঘ' কে ভাড়া দেয়। 'গ' অথবা 'ঘ' কেহই এই প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। 'গ' কে প্রদত্ত গুদামকে বাদ দিবার ব্যাপারে 'খ' ও 'গ' এর বিরুদ্ধে কবলা সংশোধন করা যাইতে পারে; কিন্তু 'ঘ' এর ইজারা প্রভাবিত করতে পারে এমনভাবে তাহা সংশোধন করা যাইবে না।

৪০. The Specific Relief Act, 1877 এর 21A ধারায় 'স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় সংক্রান্ত অরেজিস্ট্রিকৃত কোনো চুক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে বলবৎযোগ্য নয়'- বিধান সংযোজন করা হয় কোন সালে? [জুডি. : ২০১৯]

ক. ২০০৩ খ. ২০০৪ গ. ২০০৫ ঘ. ২০১২

[রিমাইন্ডার : ৩৭ নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা পড়ুন।]
সঠিক উত্তর : খ ; [ধারা : ২১ক, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন]

৪১. কোনো চুক্তি আইনসঙ্গত হলেও Specific Relief Act - এর কোন ধারার বিধান অনুযায়ী আদালত চুক্তিটি বলবৎ করতে অস্বীকার করতে পারে? [জুডি. : ২০০৮]

ক. ২০ খ. ২১ গ. ২২ ঘ. ২৩

[রিমাইন্ডার : আমরা জানি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার মঞ্জুর করা বা না করা – এটি আদালতের ইচ্ছাধীন বা বিবেচনামূলক ক্ষমতা। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট প্রতিকার প্রদানে আদালতকে আইন দ্বারা বাধ্য করা যায় না। এটি আদালতের বিবেচনাধীন এখতিয়ার। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার প্রদানে আদালতের এই ইচ্ছাধীন বা বিবেচনামূলক ক্ষমতার বিষয়ে বর্ণিত আছে আইনটির ২২ ধারায়। ধারাটির শিরোনাম হলো – 'সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনে ডিক্রি প্রদান সম্পর্কে বিবেচনামূলক ক্ষমতা [Discretion as to decreeing specific performance]'। বাজারের অনেক বইয়ে এটির উত্তর হিসেবে ২১ ধারার কথা ভুলভাবে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু এর সঠিক উত্তর ২২ ধারা। ভুলবেন না।]
সঠিক উত্তর : গ ; [ধারা : ২২, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন]

৪২. The Specific Relief Act, 1877 এর ২২ ধারার বিধানমতে কয়টি বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায় আদালত Solatium এর আদেশ দিতে পারেন? [বার : ২০২০]

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

[রিমাইন্ডার : Solatium [শব্দটির উচ্চারণ – 'সোলেইশিয়াম'] সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ২২ ধারায় একবারও ব্যবহৃত হয়নি। এটি মূলত একটি আইনগত ধারণা। প্রথমেই এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যেতে পারে। ব্ল্যাক ল ডিকশনারি মোতাবেক –

> Solatium : n. Compensation; esp., damages allowed for hurt feelings or grief, as distinguished from damages for physical injury.

আরেকটু বিস্তার করা যেতে পারে এভাবে যে,

> "In legal circles, a solatium is a payment made to a victim as compensation for injured feelings or emotional pain and suffering (such as the trauma following the wrongful death of a relative), as distinct from payment for physical injury or for damaged property. Like many legal terms, solatium, which first appeared in English in the early 19th century, is a product of Latin, where the word means solace. The Latin noun is related to the verb solari, which means "to console" and from which we get our words solace and console." [https://www.merriam-webster.com/dictionary/solatium]

আইন শব্দকোষে বলা হয়েছে এভাবে যে,

> "Solatium n. – সান্ত্বনাপ্রদ ক্ষতিপূরণ – দুঃখ, মনঃকষ্ট বা আহত অনুভূতির জন্য ক্ষতিপূরণ বা খেসারত। সম্পত্তি হস্তান্তরের চুক্তি প্রমাণিত হইলেও বিক্রেতার কষ্টলাঘবের জন্য ক্রেতাকে সান্ত্বনাপ্রদ ক্ষতিপূরণ প্রদানে চুক্তি বলবৎ অগ্রাহ্য করা যায় [Latifur Rahman vs. Golam Ahmed Shah 39 DLR (AD) 242 দ্রষ্টব্য]"

এবার ২২ ধারা প্রসঙ্গে আলাপের আগে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের মূল উদ্দেশ্যের দিকে তাকাই। বস্তুতপক্ষে, যেক্ষেত্রে আইনের নির্দিষ্ট বিধান নেই কিন্তু কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে আদালত তার সুবিবেচনার ক্ষমতা [discretionary power] প্রয়োগ করে আদালত প্রতিকার দিতে পারেন। আবার এমনও সম্ভব যে, আইনের নির্দিষ্ট বিধান থাকলেও আদালত তার

উক্ত সুবিবেচনার প্রয়োগ ঘটিয়ে ন্যায়বিচারে যেমনটি প্রয়োজন তেমনিভাবে প্রতিকার নির্দিষ্ট করতে পারেন। এটিকে আদালতের ন্যায়পরভিত্তিক এখতিয়ার [equitable jurisdiction] বলা হয় এককথায়। তো, এরকম আইনের নির্দিষ্ট বিধান থাকুক বা না থাকুক দেওয়ানি মোকদ্দমার ক্ষেত্রে অর্জনযোগ্য প্রতিকার দিতেই সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের উদ্ভব যেখানে মূলত ইক্যুইটির ১২টি নীতির ওপর বিবেচনাসাপেক্ষে আদালতকে সিদ্ধান্ত দিতে হয়।

২২ ধারাটি এমন এক ধারা যাকে কিনা পুরো সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষেত্রে প্রাণভোমরা বলে অভিহিত করা যায়। ৫ ধারাটি যেমন সুনির্দিষ্ট প্রতিকার দেবার ধরণের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছে, তেমনি প্রতিকার দেবার ক্ষেত্রে আদালতের বিবেচনাসমূহের ধরণ কী হবে তার পরিসর বর্ণনা করেছে ২২ ধারাটি [তবে, ব্র্যাকেটবন্দি করে একথা বলে নেওয়া উচিত যে, এটি মূলত সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন [specific performance] প্রসঙ্গে বলেছে। এর শিরোনাম - Discretion as to decreeing specific performance]। উপরের প্যারায় যে ন্যায়পরভিত্তিক এখতিয়ার আদালত প্রয়োগ করতে পারেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে; তা আদালত যেমন খুশি তেমন বা কোনো স্বেচ্ছাচারী কোনো কায়দায় দিতে পারেন না; এর সীমাবদ্ধতা আছে। ২২ ধারাটি পড়লে মূল কথা যা দাঁড়ায় তা হলো –

১. সাধারণভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের ডিক্রি প্রদান করা আদালতের ইচ্ছাধীন [discretionary] ব্যাপার। তার মানে, কখনো ডিক্রি দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন।

২. কোনো ডিক্রি প্রদান আইনসম্মত [lawful] বলেই তা আদালত দিতে বাধ্য নয়।

৩. আদালতের সুবিবেচনা বা ইচ্ছাধীন [discretionary] ক্ষমতা কখনোই স্বেচ্ছাচারী [arbitrary] হতে পারবে না। উপরন্তু তা হতে হবে –

  ক. নিখুঁত ও যুক্তিসঙ্গত [sound and reasonable]
  খ. বিচারবিভাগীয় মূলনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত [guided by judicial principles]
  গ. আপিল আদালত কর্তৃক সংশোধনযোগ্য [capable of correction by a Court of appeal]

উপরের মূল বক্তব্যের পরে এই ধারায় কোন কোন ক্ষেত্রে ডিক্রি প্রদান না করার জন্য আদালত ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে ২টি ক্ষেত্রের কথা বলা আছে অনেকগুলো উদাহরণসমেত। ক্ষেত্র দুইটি হলো –

১. যে চুক্তিতে বাদীর কোনো ভুল না থাকা সত্ত্বেও বাদীকে [plaintiff] প্রতিবাদীর [defendant] ওপর অন্যায় সুবিধা প্রদান করা হয়েছে [such as to give the plaintiff an unfair advantage] – এরূপ ক্ষেত্রে।

২. যে চুক্তিতে একপক্ষ চুক্তি [defendant] সম্পন্ন হবার সময় বুঝতে পারে নাই যে, চুক্তিটি অত্যন্ত ক্লেশকর [involve some hardship on the defendant] এবং অপরপক্ষের [plaintiff] জন্য চুক্তিটির কার্যসম্পাদন করা বিশেষ একটা ক্লেশকর নয় [its non-performance would involve no such hardship on the plaintiff] – এরূপ ক্ষেত্রে।

অপর আরেকটি ক্ষেত্রে আদালত যখন সুনির্দিষ্ট কার্যসম্পাদনের ডিক্রি প্রদানে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন তার বর্ণনা দেওয়া আছে। তার মানে, আগের দুইটি ছিলো যখন ডিক্রি প্রদান না করার বিষয়ে ইচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগের এখতিয়ার, আর নিচেরটির ধরণে হলে ডিক্রি প্রদান করার বিষয়ে ইচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগের এখতিয়ার।

৩. যে চুক্তিতে বাদী [plaintiff] ইতিমধ্যেই চুক্তির উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন করেছে অথবা চুক্তির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে – এরূপ ক্ষেত্রে আদালত ডিক্রি প্রদান করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন।

এই হলো – ২২ ধারার সারসংক্ষেপ। কিন্তু, এর মাঝে Solatium কোনটি বা কোনগুলো? ডিক্রি প্রদান না করা সংক্রান্তে ১ ও ২ নং পয়েন্টে যা বলা আছে, সেই দুইটিই হলো Solatium বা সান্ত্বনাপ্রদ ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ধারণা। উক্ত দুইটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় যে, চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে বাদী [সাধারণত ক্রেতা অর্থে ধরুন] সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের কোনো মোকদ্দমা করলে আদালত সে বিষয়ে সাধারণভাবে বাদীর প্রতি ডিক্রি দিয়ে বিবাদীকে বলবেন যেন চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা হয়। কিন্তু, ১ ও ২ নং পয়েন্টে উল্লেখিত পরিস্থিতিতে আদালত ডিক্রি প্রদান নাও করতে পারেন বাদীর পক্ষে। এক্ষেত্রে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে বিবাদীর প্রতি কঠোরতা না দেখিয়ে, এমনকি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে যে সিদ্ধান্ত দেন তা এই Solatium বা সান্ত্বনাপ্রদ ক্ষতিপূরণের ধারণা। ফলে, আলোচ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর - ২। অর্থাৎ, ২২ ধারায় ২ ধরণের Solatium বা সান্ত্বনাপ্রদ ক্ষতিপূরণের কথা বলা আছে।]

সঠিক উত্তর : ক ; [ধারা : ২২, সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন]

১ নং আদেশের জরুরি বিষয়বস্তুসমূহ :: মোকদ্দমার পক্ষগণ [Parties to suits]	
বিধি ৯	অপসংযোগ ও অসংযোগ ধারণা দুইটি ১ আদেশের ৯ বিধির বিষয়বস্তু। বাংলায় অপসংযোগ বা পক্ষসমূহের অপসংযোগ যেটাকে ইংরেজিতে বলে Mis-joinder of Parties– যার মানে হলো ভুলক্রমে কাউকে একটি মামলার পক্ষভুক্ত করা; অপরদিকে, বাংলায় অসংযোগ বা পক্ষসমূহের অসংযোগ যেটাকে ইংরেজিতে বলে Non-joinder of Parties– যার মানে হলো কাউকে পক্ষভুক্ত করার প্রয়োজন ছিলো কিন্তু পক্ষভুক্ত করা হয় নি– এই দুইটি ধারণা ভালোভাবে মনে রাখুন। বিধি ৯ এবং ১০ এ এটা সম্পর্কে বলা আছে। বিধিটির শিরোনাম 'অপসংযোগ ও অসংযোগ' [Misjoinder and nonjoinder]।
বিধি ১০	'ভুল বাদীর নামে মামলা' [Suit in name of wrong plaintiff] শিরোনামে এই বিধির ৪ ও ৫ উপবিধিতে যথাক্রমে বলা আছে যে, বিবাদীর নাম যুক্ত করতে হলে আরজি সংশোধন করতে হবে এবং তামাদি আইনের ২২ ধারার বিধানসাপেক্ষে নতুন বিবাদী যেদিন সমনপ্রাপ্ত হবেন সেদিন থেকেই তার বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।
বিধি ১২	'কতিপয় বাদী বা বিবাদীর মধ্যে একজনের উপস্থিতি' [Appearance of one of several plaintiffs or defendants for others] শিরোনামে একাধিক বাদীগণ যদি তাদের ভেতরে একজনকে লিখিতভাবে ক্ষমতা দেয় মামলা পরিচালনার তাহলে সেটি করতে কোনো বাধা নেই।
বিধি ১৩	'অপসংযোগ বা অসংযোগ সম্পর্কে আপত্তি' [Objections as to nonjoinder or misjoinder] শিরোনামে অপসংযোগ বা অসংযোগ নিয়ে আপত্তি থাকলে মোকদ্দমার শুরুতে সম্ভাব্য প্রথম বা শীঘ্রতম সুযোগে করতে হবে।

২ নং আদেশের জরুরি বিষয়বস্তুসমূহ :: মামলা গঠন [Frame of Suit]	
বিধি ১	প্রতিটি মোকদ্দমা এমন বাস্তবসম্মতভাবে [Every suit shall as far as practicable be framed] গঠন করতে হবে যেন তা বিরোধীয় বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পর্যাপ্ত কারণ বা ভিত্তিভূমি দিতে পারে এবং ভবিষ্যতে কোনো মোকদ্দমার আর কোনো প্রয়োজন যেন না পড়ে উক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।
বিধি ২	একটি মোকদ্দমায় দাবির সবটুকুই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তবে প্রয়োজনে আংশিক দাবি বর্জন করা যেতে পারে।
বিধি ৩	'মামলার কারণ একত্রীকরণ' [Joinder of causes of action] শিরোনামে মোকদ্দমার সঙ্গত কারণগুলোকে একত্রে করে মোকদ্দমা গঠন করা যেতে পারে একাধিক বিবাদীগণের বিপক্ষে।
বিধি ৭	'মামলার কারণের অপসংযোগ সংক্রান্ত সকল ধরনের আপত্তি' [Objections as to misjoinder] শিরোনামে বলা হয়েছে যে মোকদ্দমার কারণের অপসংযোগ নিয়ে প্রতিপক্ষ যদি আপত্তি করতে চায় তবে অবশ্যই তা শীঘ্রতম সম্ভাব্য প্রথম সুযোগে [at the earliest possible opportunity and, in all cases where issues are settled, at or before such settlement, ...] করতে হবে।

৩ নং আদেশের জরুরি বিষয়বস্তুসমূহ :: স্বীকৃত প্রতিনিধি এবং উকিলবৃন্দ [Recognized Agents and Pleaders]	
বিধি ১	'হাজিরা, ইত্যাদি ব্যক্তিগতভাবে, স্বীকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে বা উকিলের মাধ্যমে হতে পারে' [Appearances, etc., may be in person, by recognized agent or by pleader] – শিরোনামে আদালতে হাজিরা দেওয়া বা আবেদন করা বা কোনো আইনসঙ্গত কোনো কাজ করার জন্য অন্য কোনো বিধিনিষেধ বা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা না থাকলে কোনো এক পক্ষ নিজে অথবা তার স্বীকৃত প্রতিনিধি বা উকিল দ্বারা তা করতে পারবেন।
বিধি ২	'স্বীকৃত প্রতিনিধি' শিরোনামে এই স্বীকৃত প্রতিনিধি কারা হতে পারবেন সে বিষয়ে বলা আছে।
বিধি ৪	'উকিল নিয়োগ' [Appointment of pleader] শিরোনামে – একজন উকিলের নিয়োগ বিষয়ে বলা আছে। এটি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বটে।

মোকদ্দমা দায়ের ও ৪-৮ নং আদেশের সারসংক্ষেপ

৪ নং আদেশের জরুরি বিষয়বস্তুসমূহ :: মামলা দায়ের [Institution of Suit]	
বিধি ১	'মোকদ্দমা আরজি দাখিলের দ্বারা শুরু হবে' [Suit to be commenced by plaint] – শিরোনামে ২৬ ধারায় বর্ণিত কথাটিকেই আরো বিস্তারিত করার সূচনা করেছে ৪ নং আদেশের ১ নং বিধিটি। যতোজন বিবাদী থাকে ততোগুলো আরজির কপি সমনের জন্য জমা দিতে হয় মোকদ্দমা দায়ের করার সময় এবং সমনের জন্য ও মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় কোর্ট ফিসও দিতে হয়। উপরন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা আছে যে, ৬ ও ৭ নং আদেশে আরজি প্রণয়ন সংক্রান্ত সব নীতি যতোদুর প্রযোজ্য হয় ততখানি মেনে আরজি প্রণয়ন করতে হবে। একারণেই ২৬ ধারার সাথে শুধুই ৪ নং আদেশ নয়; সাথে ৬ ও ৭ আদেশ মিলিয়ে পড়লে এবং ১-৩ নং আদেশের শর্তসমূহের বিবেচনা রেখে কোনো মোকদ্দমা দায়ের সংক্রান্ত বিধিবিধান সবিশেষ জানা যায়।
বিধি ২	'মোকদ্দমার রেজিস্টার' [Register of suits] – শিরোনামে দেওয়ানি মামলার রেজিস্টার [Register of Civil Suits] বলতে কী বোঝায় সেটি বলা আছে এবং মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর সংক্রান্ত বিষয়ও বলা আছে।

উপরোক্ত ৪ নং আদেশ থেকে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা বোঝা থাকলে আশা করি আপনাদের জন্য কাজে দেবে অনেক। ফলে, কিছু আলোচনা করে রাখলে কারো কারো কৃতজ্ঞতাবোধে আমাদের মন ভরে উঠতে পারে, এই আশায় খানিকটা বিস্তার করা থাকলো।

বিচারক ও বিচারকের অফিস– এই দুইটি ভিন্ন ধারণা। প্রত্যেকটি বিচারকের অফিস থাকে ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেক বড় কর্মকর্তা বা অফিসারের, তা সরকারি হোক আর বেসরকারি কর্পোরেট হোক, তাদের দেখবেন শুধু তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্যই পিয়ন, কেরানি, কম্পিউটার অপারেটর ইত্যাদি নানারকমের কর্মচারী থাকে। তো, একেকজন বিচারক প্রত্যেকেই সরকারি কর্মকর্তা। তারা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। এইসমস্ত বিচারকের নিজস্ব অফিস বা চেম্বার থাকে। আরো থাকে তার অধীনে একটি আদালত যেই আদালতে তিনি তার বিচারকাজ করেন। আদালতে পেশকার, পেশকার সরকারি, গার্ড ইত্যাদি থাকে। বিচারকের নিজের চেম্বারে বা খাস কামরায় কম্পিউটার অপারেটর, সরকারি, পিয়ন প্রমুখরা থাকে। এছাড়াও বিচারকের আদালতের নথিপত্র সংরক্ষণ করা হয় আরেকটি অফিসে, যা মূলত সেরেস্তাখানা নামে পরিচিত, যেখানে আরো বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকে। প্রত্যেকের ভিন্ন কাজ থাকে। তার মানে বিচারকের নিজের চেম্বার, আদালত বা এজলাস, নথি সংরক্ষণের অফিস– এই সবগুলো মিলে একটি আদালতের একটি পূর্ণাঙ্গ অফিস! নিচের ইমেজটি দেখে বোঝার চেষ্টা করুন।

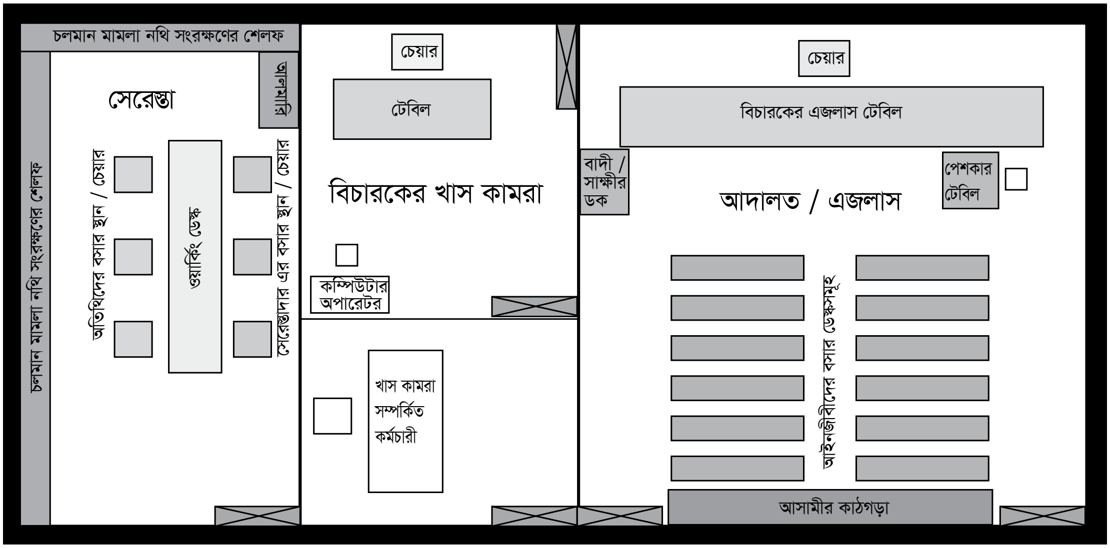

[রিমাইন্ডার : দেওয়ানি কার্যবিধিতে **সত্যাখ্যান বা ভেরিফিকেশন মানে হলো কোনো আরজি-জবাব তথা প্লিডিংস এর বর্ণিত বিষয়গুলো যে সত্য, তা ঘোষণা করা**। সেই ঘোষণা নিশ্চয়ই পক্ষের কোনো নিযুক্তীয় অ্যাডভোকেট বা মোহরার দেবেন না। যিনি উক্ত বর্ণিত ঘটনা ও তার সত্যতা সম্পর্কে জানেন তিনিই স্বাক্ষর করবেন। ফলে, উপরোক্ত প্রশ্নে জবাব বিষয়ে যিনি ওয়াকিবহাল ব্যক্তি তিনিই স্বাক্ষর করবেন। বিধিটির শিরোনাম - 'প্লিডিংসে সত্যপাঠ'।]
সঠিক উত্তর : ঘ ; [আদেশ ৬ : বিধি ১৫, দেওয়ানি কার্যবিধি]

৩৮. একটি আরজিতে সত্যাখ্যান (verification) স্বাক্ষর করবে কে? [বার : ২০১৩]
ক. বাদী খ. বাদীর উকিল গ. বিবাদী ঘ. বিবাদীর উকিল

[রিমাইন্ডার : আরজি হলো বাদীর প্লিডিং বা বাদীর প্রতিকার প্রার্থনায় বক্তব্য। ফলে আরজির সত্যাখ্যান বাদীকেই করতে হবে।]
সঠিক উত্তর : ক ; [আদেশ ৬ : বিধি ১৫, দেওয়ানি কার্যবিধি]

৩৯. আদালত কোন ক্ষেত্রে প্লিডিংস Strike out করতে বা সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন? [বার : ২০২০]
ক. প্লিডিংস অপ্রয়োজনীয় হলে
খ. প্লিডিংস এ মানহানিকর কথা থাকলে
গ. প্লিডিংস এ বিব্রতকর কথা থাকলে
ঘ. সবগুলো সঠিক

[রিমাইন্ডার : কেন আইনের অনেক ইংরেজি শব্দকে বাংলা অনেক সমার্থক শব্দসহ মনে রাখতে হয়, তা এই প্রশ্ন দেখলে বোঝা যায়। এ কারণেই বলি, প্রয়োজনে বার কাউন্সিলের প্রশ্নপত্রের ইংরেজি অংশ থেকে প্রশ্নটি দেখে নিতে পারেন এবং ইংরেজি প্রধান প্রধান শব্দগুলো মনে রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নের বিষয়বস্তুটি ৬ আদেশের ১৬ বিধির বিষয়বস্তু, যে বিধিবলে আদালত কোনো প্লিডিংস [তথা, আরজি হোক বা জবাব হোক] এর কোনো বক্তব্য কেটে [Strike out] দিতে পারেন অথবা সংশোধনের আদেশ দিতে পারেন। মূল বিধিটি ইংরেজির সাথে প্রধান কী-ওয়ার্ডগুলোর বাংলা মিলিয়ে দেখে নিতে পারি। মূল বিধিটি আপনাদের বোঝার ও মেমোরাইজেশনের সুবিধার্থে প্যারা বা শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে দিলাম –

৬ আদেশের ১৬ নং বিধি		ব্যাখ্যা / কমেন্টস
The Court may at any stage of the proceedings order to be		মোকদ্দমার যেকোনো পর্যায়ে আদালত এটি করতে পারে। এছাড়া এখানে ব্যবহৃত may শব্দটি বোঝায় যে, এটি আদালতের বিবেচনামূলক ক্ষমতা।
struck out or amended		বক্তব্য কেটে [Strike out] দিতে পারে অথবা সংশোধন [amend] করতে পারে।
any matter in any pleading which may be		তথা আরজি হোক অথবা জবাব হোক, যেকোনোটির ক্ষেত্রে।
	unnecessary	শব্দটির একটিই বাংলা শব্দ ব্যবহার হয়েছে সব একাডেমিক বইয়ে – 'অপ্রয়োজনীয়'। প্রশ্নে প্রথম অপশনটিতে এটি আছে।
	or scandalous	শব্দটির অর্থ কোথাও 'কুৎসাজনক', কোথাও 'মানহানিকর' শব্দে লেখা আছে। দুটোই সঠিক। মানহানিকর শব্দ দিয়ে প্রশ্নে আছে আলোচ্য প্রশ্নের দ্বিতীয় অপশনে।
or which may tend to		নিচের পয়েন্টগুলোর যদি সম্ভাবনা থাকে।
	prejudice,	এর অর্থ ক্ষতিকর।
	embarrass	এর অর্থ বিব্রতকর। এটি তৃতীয় অপশনে বলা আছে প্রশ্নে।
	or delay	এর অর্থ বিলম্বিত করা।
the fair trial of the suit.		উপরোক্ত তিনটি পয়েন্টের কোনো একটি যদি মোকদ্দমার সুষ্ঠু বিচারকে ব্যাহত করে।

অনেকেই মানহানিকর ও বিব্রতকর শব্দ দুইটি মূল বিধি থেকে প্রপারলি খেয়াল করেননি বিধায় প্রথম অপশনটিকে সঠিক উত্তর বিবেচনায় উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু, উপরোক্ত ছকটি ভালোভাবে খেয়াল করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, প্রশ্নে বর্ণিত সবগুলোই সঠিক; ফলে, আলোচ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর – 'সবগুলো সঠিক'।]
সঠিক উত্তর : ঘ ; [আদেশ ৬ : বিধি ১৬, দেওয়ানি কার্যবিধি]

জুডিসিয়ারি পরীক্ষার বিগত সব সালের প্রশ্ন ও সমাধান

[বার কাউন্সিলের সিলেবাস বহির্ভূত আইনসমূহ (জুডিসিয়ারির সর্বশেষ সংশোধিত সিলেবাস অনুসারে)]

সূচিপত্র

আইনের নাম	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের সংবিধান	৪৬৩
আইন ব্যাখ্যার মূলনীতি ও সাধারণ জ্ঞান	৪৭৫
অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন	৪৭৯
রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন	৪৭৯
হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন	৪৮২
অর্থঋণ আদালত আইন	৪৮৩
আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার আইন)	৪৮৪
গ্রাম আদালত আইন	৪৮৪
চুক্তি আইন	৪৮৫
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন	৪৮৬
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন	৪৮৬
দেওয়ানি আদালত আইন	৪৮৬
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন	৪৮৭
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন	৪৮৮
পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ	৪৯০
মুসলিম আইন সম্পর্কিত আইনসমূহ	৪৯১
হিন্দু আইন	৪৯৫
বিশেষ ক্ষমতা আইন	৪৯৭
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন	৪৯৮
মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন	৪৯৯
শিশু আইন	৫০০
সম্পত্তি হস্তান্তর আইন	৫০১
রেজিস্ট্রেশন আইন	৫০৩
পরিশিষ্ট [ড্রাফটিং বিষয়ে নিবন্ধ]	৫০৫-৫২৭

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদে অধ্যাদেশ প্রণয়ন সম্পর্কে বিধান রয়েছে। সংসদ অধিবেশনে না থাকলে বা সংসদ বিলুপ্ত হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য সংসদ প্রণীত আইনের মতোই কার্যকারিতা সম্পন্ন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন। তবে, সংসদ আইনের দ্বারা যা করতে পারে না, রাষ্ট্রপতি সেই বিষয়ে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন না। এছাড়া অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংবিধানের কোনো সংশোধনী আনা যাবে না। অধ্যাদেশ প্রণয়নের পর প্রথম যে তারিখে জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসে, সে তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করা যায়। যদি সংসদের প্রথম অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অধ্যাদেশটিকে আইনে পরিণত করা না হয়, তাহলে ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হলে অধ্যাদেশের কার্যকারিতা লোপ পাবে।]
সঠিক উত্তর : খ ; [অনুচ্ছেদ : ২২, বাংলাদেশের সংবিধান]

২৯. ১৯৭২ এর মূল সংবিধানে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার ক্ষমতা কোন কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পণ করা হয়েছিল? [জুডি. : ২০১৫]
ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধান বিচারপতি গ. জাতীয় সংসদ ঘ. সুপ্রিম কোর্ট

[রিমাইন্ডার : ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রথম গ্রহণ করা হয় সেটিই বাংলাদেশের মূল সংবিধান। এই সংবিধানে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যস্ত ছিল। ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১১৬ অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয় এবং আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার বিধান রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তবে, রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে এই দায়িত্ব পালন করবেন।]
সঠিক উত্তর : ক ; [অনুচ্ছেদ : ৬৬, বাংলাদেশের সংবিধান]

৩০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথবাক্য পাঠ করান কে? [জুডি. : ২০১৫]
ক. প্রধান বিচারপতি খ. স্পীকার গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. আপিল বিভাগের জৈষ্ঠ্য বিচারপতি

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে কোন সাংবিধানিক পদাধিকারীর শপথ কে পরিচালনা করাবেন তার উল্লেখ আছে। রাষ্ট্রপতির শপথ পরিচালনা করাবেন স্পীকার। প্রধামন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণকে শপথ করাবেন রাষ্ট্রপতি। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের শপথ পরিচালনা করাবেন রাষ্ট্রপতি। সংসদ সদস্যদের শপথ পরিচালনা করাবেন স্পীকার। প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনারগণ, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যদের শপথ পরিচালনা করাবেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি নিজেই নিজের শপথ পরিচালনা করেন। অন্যান্য বিচাকরদের শপথ পরিচালনা করাবেন প্রধান বিচারপতি।]
সঠিক উত্তর : খ ; [তফসিল – ৩, বাংলাদেশের সংবিধান]

৩১. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? [জুডি. : ২০১৪]
ক. জাতীয় পরিষদ খ. পার্লামেন্ট গ. জাতীয় সংসদ ঘ. গণপরিষদ

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের ১ দফায় বলা হয়েছে, "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে (ইংরেজিতে House of the Nation)। সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং ৫০ জন সংরক্ষিত মহিলা সংসদ সদস্য মোট ৩৫০ জন সংসদ সদস্য থাকেন। বাংলাদেশের ৩০০টি নির্বাচনী এলাকা আছে।]
সঠিক উত্তর : গ ; [অনুচ্ছেদ : ৬৫, বাংলাদেশের সংবিধান]

৩২. সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদের সদস্যপদ শূন্য হলে, পদটি শূন্য হবার কতদিনের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে? [জুডি. : ২০১৪]
ক. ৬০ দিন খ. ৯০ দিন গ. ১২০ দিন ঘ. ১৮০দিন

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদের ৪ দফায় বলা হয়েছে– 'মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে সংসদের কোনো সদস্যপদ শূন্য হলে পদটি শূন্য হবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত পদ পূর্ণ করবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে'। মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে সংসদ ভেঙ্গে যাবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হয়। সংসদ পাঁচ বছর পূরণ হবার আগেও ভেঙ্গে যেতে পারে। যেমন, প্রধানমন্ত্রী যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন হারান তাহলেও সংসদ ভেঙ্গে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সংসদ ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।]
সঠিক উত্তর : খ ; [অনুচ্ছেদ : ১২৩, বাংলাদেশের সংবিধান]

৩৩. কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান? [জুডি. : ২০১৪]
ক. আইন কমিশন খ. দুর্নীতি দমন কমিশন
গ. নির্বাচন কমিশন ঘ. জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত বিধানবলে যে সমস্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেগুলোই সাংবিধানিক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান। সংবিধানে মোট সাতটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গঠনের বিধান রয়েছে। সেগুলো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোও মনে রাখা বাঞ্ছনীয় – অনুচ্ছেদ ৬৫ – জাতীয় সংসদ; অনুচ্ছেদ ৭৯– জাতীয় সংসদ সচিবালয়; অনুচ্ছেদ ৯৪ – সুপ্রিম কোর্ট; অনুচ্ছেদ ১১৭ – প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল; অনুচ্ছেদ ১১৮ – নির্বাচন কমিশন; অনুচ্ছেদ ১২৭ – মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক; অনুচ্ছেদ ১৩৭ – সরকারি কর্মকমিশন।]
সঠিক উত্তর : গ ; [অনুচ্ছেদ : ১১৮, বাংলাদেশের সংবিধান]

৩৪. বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ দান করেন – [জুডি. : ২০১৪]
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি
গ. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ঘ. জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৪-১১৬ক অনুচ্ছেদে অধস্তন বিচার বিভাগ সম্পর্কে বিধান রয়েছে। ১১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে – বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করবেন। জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন উপযুক্ত প্রার্থীদের বাছাই করে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে।]
সঠিক উত্তর : খ ; [অনুচ্ছেদ : ১১৫, বাংলাদেশের সংবিধান]

৩৫. কোনো বিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি দেবার সময়সীমা কতদিন? [জুডি. : ২০১৪]
ক. ৩০ দিন খ. ২০ দিন গ. ১৫ দিন ঘ. ৪০ দিন

[রিমাইন্ডার : জাতীয় সংসদের কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা। প্রত্যেকটি আইনই বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করতে হয়। অত:পর সংসদ এই বিল নিয়ে আলোচনা করে গ্রহণ করে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত হবার পর এই বিল রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির নিকট বিলটি পেশ করবার পর তিনি ১৫ দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দান করবেন। এরপর বিলটি আইনে পরিণত হয়। তবে এই বিল সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির কোন সংশোধনী সুপারিশ থাকলে তিনি তা পুনরায় সংসদে ফেরত পাঠান। এরপর সংসদ এই বিল গ্রহণ করলে তা আবার রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানোর সাতদিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দেবেন। যদি রাষ্ট্রপতি সম্মতি নাও দেন তাহলেও সাত দিন অতিক্রান্ত হবার পর বিলটি আইনে পরিণত হবে]
সঠিক উত্তর : গ ; [অনুচ্ছেদ : ৮০, বাংলাদেশের সংবিধান]

৩৬. বাংলাদেশের সংবিধানে তৃতীয় তফসিলে কয়টি পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির শপথ গ্রহণ বা ঘোষণাপত্র পাঠের বিষয় উল্লেখ আছে? [জুডি. : ২০১৩]
ক. ৭ ক. ৮ গ. ৯ ঘ. ১০

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশে ১০টি সাংবিধানিক পদ আছে। এগুলো হলো– ১. রাষ্ট্রপতি, ২. স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, ৩. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ৪. অ্যাটর্নি জেনারেল, ৫. সংসদ সদস্য, ৬. ন্যায়পাল, ৭. প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি, ৮. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, ৯. মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং ১০. সরকারি কর্মকমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণ। এদের মধ্যে কেবল অ্যাটর্নি জেনারেলকে শপথ গ্রহণ করতে হয় না।]
সঠিক উত্তর : গ ; [তফসিল – ৩, বাংলাদেশের সংবিধান]

৩৭. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিধান আছে। [জুডি. : ২০১৩]
ক. ১১ খ. ১০ গ. ৯ ঘ. ৮

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।]
সঠিক উত্তর : ক ; [অনুচ্ছেদ : ১১, বাংলাদেশের সংবিধান]

আইন ব্যাখ্যার মূলনীতি ও সাধারণ জ্ঞান

১. একটি আইনের দুইটি ধারা পরস্পর সাংঘর্ষিক হলে আইনটি কীভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে? [জুডি. : ২০২১]
ক. অবস্থাভেদে একটি ধারা কার্যকর হবে
খ. পূর্বের ধারাটি কার্যকর হবে পরের ধারাটি বাতিল হবে
গ. পূর্বের ধারাটি বাতিল হবে পরেরটি কার্যকর হবে
ঘ. এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন উভয় ধারা কার্যকর হয়

[রিমাইন্ডার : আইনের ব্যাখ্যার একটি নীতি হলো একই আইনের দুইটি ধারা পরস্পর সাংঘর্ষিক হলে পূর্বের ধারা বাতিল হবে এবং পরের ধারা কার্যকর হবে।]
সঠিক উত্তর : গ ; [আইন ব্যাখ্যার মূলনীতি]

২. Doctrine of ejusdem generis নীতির আলোকে আইনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে– [জুডি. : ২০২১]
ক. আইনের সাধারণ শব্দ নির্দিষ্ট শব্দকে অনুসরণ করে
খ. আইনের নির্দিষ্ট শব্দ সাধারণ শব্দকে অনুসরণ করে
গ. আইনের সাদৃশ্য শব্দসমূহ সাধারণ শব্দকে অনুসরণ করে
ঘ. আইনের সাদৃশ্য শব্দসমূহ নির্দিষ্ট শব্দকে অনুসরণ করে

[রিমাইন্ডার : ejusdem generis এর অর্থ হলো একটি আইনের সদৃশ শব্দসমূহ নির্দিষ্ট শব্দকে অনুকরণ করে। যেমন, কোনো ধারায় যদি বলা হয় যাববাহন বলতে বাস, ট্রাক, লঞ্চ এই জাতীয় যানবাহন বুঝবে। তাহলে সদৃশ সকল যানবাহন যেমন মিনি ট্রাক, মাইক্রো, কার এগুলোকে বুঝাবে।]
সঠিক উত্তর : ঘ ; [আইন ব্যাখ্যার মূলনীতি]

৩. কোনো আইনের প্রস্তাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি – [জুডি. : ২০২১]
ক. পুরো আইনের সংক্ষিপ্ত সার
খ. বিচারকদের কার্যাবলীর রূপ প্রদর্শন করে
গ. আইনের পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে
ঘ. আইনের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়

[রিমাইন্ডার : একটি আইনের প্রস্তাবনায় মূলত: ঐ আইনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়। এর সাথে উক্ত আইনের পরিধি অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে আইনটি প্রযোজ্য তাও বলে দেয়া থাকে।]
সঠিক উত্তর : গ ; [আইন ব্যাখ্যার মৌলিক ধারণা]

৪. 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' কত তারিখ? [জুডি. : ২০১৯]
ক. ২৬ জানুয়ারি
খ. ২৮ এপ্রিল
গ. ২৭ আগস্ট
ঘ. ২২ সেপ্টেম্বর

[রিমাইন্ডার : বাংলাদেশের জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন করা হয় ২৮ শে এপ্রিল। ২০১৩ সালে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮ এপ্রিলকে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।]
সঠিক উত্তর : খ ; [আইন বিষয়ের সাধারণ আলোচনা]

৫. মীমাংসার ক্ষেত্রে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার পারেন না– [জুডি. : ২০১৮]
ক. মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ভূমিকা রাখতে
খ. বিরোধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে
গ. স্ব-উদ্যোগে আইনগত প্রশ্নে মতামত প্রদান করতে
ঘ. মীমাংসা সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করতে

[রিমাইন্ডার : আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫ এর ১৫ বিধিতে বলেছে, "কোনো বিরোধ আপস-মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইড অফিসার, উভয় পক্ষের লিখিত সম্মতি ছাড়া বিরোধের সাথে জড়িত আইনি প্রশ্নে মতামত প্রদানে, যতদূর সম্ভব বিরত থাকবেন। অর্থাৎ, বিরোধের পক্ষসমূহ লিখিত সম্মতি থাকলেই কেবল তিনি আইনি প্রশ্নে মতামত দিতে পারবেন।]
সঠিক উত্তর : গ ; [আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫ এর ১৫ বিধি]

৬. কোনো আইন পূর্ববর্তী আইনকে বাতিল করে প্রবর্তিত হলে ঐ আইন পূর্ববর্তী বাতিলকৃত আইনের অধীনে যথাযথভাবে কৃত বা ব্যাহত কোনো কার্যক্রম – [জুডি. : ২০১৮]

ক. সরাসরি বাতিল করবে খ. অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে বাতিল করবে

গ. প্রাপ্ত অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে না ঘ. এর কোনোটি প্রযোজ্য হবে না

[রিমাইন্ডার : পূর্ববর্তী কোনো আইন বাতিল করে নতুন আইন প্রণয়ন ও কার্যকর হলেও পুরাতন আইনের অধীনে যথাযথভাবে কৃত বা ব্যাহত কোনো কার্যক্রম প্রাপ্ত অধিকারকে ক্ষুণ্ন করবে না। যেমন, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল বিষয়ে ১৯৮২ সনের অধ্যাদেশের অধীনে কোনো কার্যক্রম চালু থাকা অবস্থায় ২০১৭ সালে নতুন আইন প্রণীত হলেও আগের অধ্যাদেশের অধীনে গৃহীত কার্যক্রম বাতিল হবে না।]

সঠিক উত্তর : গ ; [আইন ব্যাখ্যার নীতি]

৭. "Nemo debet bis vexari" প্রবাদটি নিচের কোনটি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়? [জুডি. : ২০১৭]

ক. Truth is the mother of justice খ. Doctrine of Double Jeopardy

গ. Doctrine of previous acquittal or previous conviction ঘ. খ ও গ উভয়

[রিমাইন্ডার : Nemo debet bis vexari একটি ল্যাটিন বাক্য। এর ইংরেজি হলো No person should be twice vexed. অর্থাৎ, একই ব্যক্তিকে দুইবার পীড়িত/জ্বালাতন করা যাবে না। কোনো ব্যক্তির একই বিষয়ে/মামলায় একবার বিচার হলে ঐ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে আর মামলা করা যাবে না- এই অর্থে প্রশ্নোক্ত ল্যাটিন বাক্যকে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(২) অনুচ্ছেদে, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ১১ ধারায় এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৪০৩ ধারায় এই নীতি বর্ণিত হয়েছে।]

সঠিক উত্তর : ঘ ; [আইনের সাধারণ জ্ঞান]

৮. 'res ipsa loquitur' means [জুডি. : ২০১৭]

ক. The Thing speaks for itself খ. The man speks for itself

গ. The Property for itself ঘ. The circumanstance speaks for itself

[রিমাইন্ডার : `res ipsa loquitur`একটি ল্যাটিন ম্যাক্সিম। এর আক্ষরিক অর্থ হলো ঘটনা নিজেই কথা বলে। টর্ট আইন সম্পর্কিত মামলার সাক্ষ্য বিষয়ে একটি নীতি এটি। অবহেলার কারণে ক্ষতিপূরণের মামলায় প্রাথমিকভাবে ধরে নিতে হবে যে, বিবাদী যে কাজ করেছে তা তার অবহেলার কারণেই সংঘটিত হয়েছে; অন্য কোনো কারণে নয়। বিবাদী যদি এর বিপরীতে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে এই নীতি খণ্ডনযোগ্য হয়।]

সঠিক উত্তর : ক ; [আইনের সাধারণ জ্ঞান]

৯. আইনটির সঠিক নাম কি? [জুডি. : ২০১৭]

ক. The Small Cause Courts Act, 1887 খ. The Small Causes Court Act, 1887

গ. The Small Cause Court Act, 1887 ঘ. কোনটিই সঠিক নয়

[রিমাইন্ডার : এই আইনটির সঠিক নাম The Small Cause Courts Act, 1887]

সঠিক উত্তর : ক ; [The Small Cause Courts Act, 1887]

১০. De Jure শব্দের অর্থ কি? [জুডি. : ২০১৫]

ক. In fact খ. In Law গ. Indeed ঘ. In action

[রিমাইন্ডার : De Jure কথাটি ল্যাটিন ভাষা থেকে উদ্ভূত। এর প্রকৃত অর্থ আইনগতভাবে। De Jure কথাটির সাথে De Facto কথাটিও আলোচনা করা হয়। De Facto কথাটির অর্থ হল ঘটনাগতভাবে। যেমন, একটি রাষ্ট্র যখন গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে অন্য একটি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়, তখন এরূপ স্বীকৃতি হলো De jure স্বীকৃতি। গেজেট আকারে বা কাগজে কলমে স্বীকৃতি না দিয়ে কার্যত অন্য রাষ্ট্রের সাথে এমন আচরণ করা হয় যে, ঐ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিলেই কেবল এরূপ আচরণ করা সম্ভব, তখন এরূপ আচরণগত স্বীকৃতিকে De Facto স্বীকৃতি বলে।]

সঠিক উত্তর : খ ; [আইনের সাধারণ জ্ঞান]

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন

১. The Negotiabe Instruments Act, 1881 এর অধীন ১৩৮ ধারার মামলায় যুগ্ম দায়রা জজের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামি নিম্নের কোনো আদালতে আপিল দায়ের করবে? [জুডি. : ২০২১]

ক. হাইকোর্ট বিভাগ খ. আপিল বিভাগ গ. দায়রা জজ আদালত ঘ. স্পেশাল জজ আদালত

সঠিক উত্তর : গ ;

২. The Negotiable Instruments Act,1881 অনুযায়ী আসামির প্রতি নোটিশ প্রদানের কোনটি অনুমোদিত পদ্ধতি নয়? [জুডি. : ২০২১]

ক. সরাসরি খ. ডাকযোগে
গ. জাতীয় বাংলা পত্রিকায় ঘ. ই- মেইল ও ফ্যাক্সযাগে

[রিমাইন্ডার : The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় চেকগ্রহীতা চেকদাতার বিরুদ্ধে মামলা করতে গেলে আগে চেকদাতার বিরুদ্ধে নোটিশ প্রদান করতে হয়। যেদিন চেকডিসঅনার হবে সেদিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে চেকদাতাকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। চেকদাতার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বা সরাসরি অথবা ডাকযোগে অথবা জাতীয় বাংলা পত্রিকাযোগে এই নোটিশ প্রদান করা যায়; কিন্তু ইমেইল ও ফ্যাক্সযোগে পাঠানো যায় না।]
সঠিক উত্তর : ঘ ; [The Negotiable Instruments Act,1881 এর ১৩৮ ধারা]

৩. The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮(১) ধারা মতে চেক ডিসঅনারের মামলায় আদালত চেকে বর্ণিত টাকার তিনগুণ অর্থদণ্ড প্রদান করলে তার কী পরিমাণ অভিযোগকারী পাবেন? [জুডি. : ২০১৮]

ক. অর্থদণ্ডের সম্যক টাকা খ. চেকের সমপরিমাণ টাকা
গ. চেকের দ্বিগুণ টাকা ঘ. অর্থদণ্ডের অর্ধেক টাকা

[রিমাইন্ডার : The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় চেক ডিস অনারের মামলায় শাস্তির বিধান রয়েছে। চেক ডিস অনারের দায়ে দোষী ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ১ বছর কারাদণ্ড বা চেকে লিখিত টাকার তিনগুণ অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। তিনগুণ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করলেও চেকের ধারককে তার প্রাপ্য টাকা দিতে হবে। অবশিষ্ট টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রদান করা হবে।]
সঠিক উত্তর : খ ; [The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারা]

৪. The Negotiable lnstruments Act, 1881এর Section 138 (1) এর বিধান অনুসারে ব্যাংকের হিসাবে অপর্যাপ্ত অর্থ আছে জানা সত্বেও চেক প্রদানের ফলে তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তি হিসাবে – [জুডি. : ২০১৭]

ক. তিনগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যায় খ. এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড প্রদান করা যায়
গ. কারাদণ্ডসহ তিনগুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ড প্রদান করা যায় ঘ. উপরের সবগুলো সঠিক

[রিমাইন্ডার : ৩ নং প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেখুন।]
সঠিক উত্তর : ঘ ; [The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারা]

৫. The Negotiable Insrtuments Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার মামলার কারণ কখন উদ্ভব হয় যে দিন – [জুডি. : ২০১৫]

ক. চেক ইস্যু করা হয় খ. চেকটি অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়
গ. চেক দাতা নোটিশ গ্রহণ করেন ঘ. চেক দাতার নোটিশ প্রাপ্তির পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়

[রিমাইন্ডার : সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩৮ ধারায় চেক ডিসঅনারের মামলা দায়ের ও এর শাস্তি সম্পর্কে বিধান রয়েছে। চেকগ্রহীতার চেক অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখাত হলেই সাথে সাথে মামলা দায়ের করা যায় না। অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে চেক প্রত্যাখ্যাত হবার পর চেকগ্রহীতা চেকদাতাকে অর্থ জমা দেবার জন্য নোটিশ প্রদান করবে। এই নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অর্থ জমা না দিলে ৩০ দিন অতিক্রান্ত হবার চেকগ্রহীতা মামলা দায়ের করতে পারবে।]
সঠিক উত্তর : ঘ ; [The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ১৩৮(গ) ধারা]

অর্থঋণ আদালত আইন

১. অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এ জারির পর্যায়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান কোন ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে? [জুডি. : ২০২১]

ক. ৩৬ খ. ৩৭ গ. ৩৮ ঘ. ৩৯

[রিমাইন্ডার : অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর একটি বিশেষ বিধান হলো ডিক্রি জারি পর্যায়ে মধ্যস্থতার [Mediation] মাধ্যমে জারি মামলার বিষয়বস্তু নিষ্পত্তিকরণ। এই আইনের ৩৮ ধারায় এই বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।]
সঠিক উত্তর : গ ; [অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৮ ধারা]

২. 'ক' বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক থেকে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ব্যাংক 'ক' এর বিরুদ্ধে দায়ের করতে পারবে – [জুডি. : ২০১৮]

ক. অর্থঋণ আদালতে নিয়মিত মামলা খ. যুগ্ম জেলা জজ আদালতে টাকার মামলা
গ. সিনিয়র সহকারি জজ আদালতে টাকার মামলা ঘ. সার্টিফিকেট মামলা

[রিমাইন্ডার : সাধারণত সরকারি ঋণ পরিশোধে কোনো ব্যক্তি ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে পারে। কিন্তু, অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫(৫) ধারায় সুস্পষ্ট করে বলা আছে যে, অর্থঋণ আদালত কর্তৃক আদায়যোগ্য ঋণ সরকারি পাওনা হলেও তা আদায়ের জন্য অর্থঋণ আদালতে মামলা করতে হবে; সরকারি দাবি আদায় আইন ১৯১৩ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা যাবে না। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৫ লাখ টাকার নিচের কোনো অংকের টাকার জন্য দাবি আদায় আইন অনুযায়ী মামলা দায়ের করতে পারে। এর বেশি টাকা হলে অর্থঋণ আদালত আইনেই মামলা দায়ের করতে হবে।]
সঠিক উত্তর : ক : [অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫ (৫) ধারা]

৩. অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর বিধান অনুসারে ডিক্রিকৃত অর্থ আদায়ের জন্য দায়িককে দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখতে পারবে – [জুডি. : ২০১৭]

ক. এক মাস পর্যন্ত খ. তিন মাস পর্যন্ত
গ. ছয় মাস পর্যন্ত ঘ. ডিক্রিকৃত অর্থ আদায় না হওয়া পর্যন্ত

[রিমাইন্ডার : অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে কারো বিরুদ্ধে কোনো ডিক্রি প্রদান করা হলে ডিক্রিকৃত অর্থ আদায় করার উদ্দেশ্য ডিক্রি দায়িককে দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখা প্রসঙ্গে এই আইনের ৩৪ ধারায় বিধান রয়েছে। ৩৪ ধারায় ১ উপধারায় বলা হয়েছে যে, ডিক্রিদার যদি ডিক্রি দায়িককে ডিক্রির টাকা পরিবশোধে বাধ্য করার জন্য জারিকারী আদালতে আবেদন করে ডিক্রি দায়িককে অনুর্ধ্ব ৬ মাস পর্যন্ত দেওয়ানি কারাগারে আটক রাখার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারেন।]
সঠিক উত্তর : গ ; [অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৪ ধারা]

৪. অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর বিধান অনুসারে একতরফা ডিক্রি রদের প্রার্থনা দাখিলের পরবর্তী কত দিবসের মধ্যে ডিক্রিকৃত অর্থের কত পারসেন্টের সমপরিমান টাকা জামানতস্বরূপ জমাদান করার কথা বলা হয়েছে? যথাক্রমে – [জুডি. : ২০১৫]

ক. ৩০ দিন ও ২৫% খ. ১৫ দিন ও ২৫% গ. ১৫ দিন ও ১০% ঘ. ৩০ নি ও ১০%

[রিমাইন্ডার : অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ১৯ ধারায় একতরফা ডিক্রি প্রদান ও তা বাতিলের বিধান রয়েছে। ১৯ ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে, মামলার শুনানির জন্য ধার্য কোনো তারিখে বিবাদী আদালতে অনুপস্থিত থাকলে কিংবা মামলা শুনানির জন্য গৃহীত হবার পর বিবাদীকে উপস্থিত পাওয়া না গেলে, আদালত একতরফাসূত্রে মামলা নিষ্পত্তি করবেন।

২৬ উপধারায় বিবাদী কর্তৃক একতরফা ডিক্রি বাতিলের আবেদন সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। এই উপধারায় বলা হয়েছে, বিবাদী একতরফা ডিক্রি প্রদানের তারিখ থেকে উক্ত একতরফা ডিক্রি সম্পর্কে অবহিত হবার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত একতরফা ডিক্রি রদ বা বাতিলের জন্য দরখাস্ত করতে পারবে। তবে, এই দরখাস্তের সাথে ডিক্রিকৃত অর্থের কিছু অংশ প্রদান করতে হয়। ১৯

মুসাবিদায় মুসিবত? ছুহ মন্তর ছুহ!!

[২০১৭ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য নিম্নোক্ত নিবন্ধটি প্রথম লেখা হয়েছিলো যা কিনা আমাদের ওয়েবসাইট এ আপলোড করা হয়েছিলো প্রথম। এই লেখাটি সেবছর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিলো। সেটিকেই আরো খানিকটা ইম্প্রুভাইজ করে ২০২০ সালের লিখিত পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুতকৃত 'আইনের ধারাপাত - লিখিত পর্ব' বইয়ে স্থান করে দেওয়া হয়েছিলো। এটি নিয়ে অনলাইনে একটি উন্মুক্ত ক্লাসও অনুষ্ঠিত হয়েছিলো বিগত ১৯ জুন, ২০২০ তারিখে। ড্রাফটিং তথা মুসাবিদায় পরীক্ষার্থীগণ ভালোই মুসিবতে থাকেন। সেজন্য, মজা করে শিরোনাম দিয়েছিলাম 'মুসাবিদায় মুসিবত? ছুহ মন্তর ছুহ!!'। শিরোনামটি সেটিই রেখে দিলাম এবং ২০২২ সালের এমসিকিউ পরীক্ষার্থীদের জন্য কোনো সংশোধন ছাড়াই এই নিবন্ধটি এই বইয়ে পরিশিষ্ট আকারে দিয়ে রাখলাম। লিখিত পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রকারে নিবন্ধটির ভাষাবিন্যাস ছিলো, ফলে সে বিবেচনাতেই এটি পাঠ করে নেবেন সংশ্লিষ্ট ধারা-বিধির সাথে সম্পর্কিত করে, যেন সম্যক উপলব্ধি সম্ভব হয়।

নিবন্ধটি দেওয়ানি মোকদ্দমার আরজি-জবাব বোঝার জন্য অতি দরকারী এবং একইসাথে যারা আদালতপাড়ায় যাওয়া-আসা করেন না তাদের জন্য খানিকটা বোধগম্য হবে বা অনেক বিষয় কানেক্টেড করে বুঝতে পারবেন, যা কিনা পদ্ধতিগত আইন সম্পর্কে উপলব্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ধন্যবাদ।]

শুরুতেই বলে রাখি, যারা কোর্টে যান, বিশেষ করে কিছু পরিশ্রমী শিক্ষানবিশগণ আছেন, তাদের জন্য কিন্তু এই নিবন্ধের কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু, অন্য অনেক নবিশ শিক্ষানবিশগণ আছেন, যাদের হয়তো এটি ভালো কাজে দেবে। ফলে, যাদের জন্য প্রযোজ্য তারা এই নিবন্ধের প্রতিটি স্টেপ মনোযোগের সাথে একে একে পড়বেন এই আশা রাখি।

ড্রাফটিং নিয়ে অনেকেই বিচিত্র প্রবলেমে ভুগছেন। প্রথম সীমাবদ্ধতা শিক্ষার্থীদের নিজেদের, কেননা তারা কোর্টেই যান না বেশিরভাগ। কোর্টে একেকটি চেম্বারে বা সিনিয়রের টেবিলে একাধিক দরখাস্ত ও আরজির কাজ প্রতিদিনই হয় কোনো না কোনোভাবে। কোনো কোনো টেবিলে প্রতিদিন ৪/৫ টি করে আরজি লিখতে ও জমা দিতে হয়। দরখাস্ততো আরো বেশি লিখতে হয় বলাই বাহুল্য। তাহলে ১ সপ্তাহ কোর্টেও যদি কেউ নিয়মিত যায় এবং দুপুরের বিরতির সময়ে সিনিয়রের কাছে প্রতিদিনকার দরখাস্তগুলো একবার করে বুঝে নেয়া যায় তাহলেই সিংহভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবার কথা। অথবা সিনিয়র হয়তো তেমন হেল্প করার সময়ও পান না; কিন্তু নিজের গরজ তো থাকতে হবে!

দ্বিতীয়ত, বাজারের প্রচলিত গাইড বইগুলোতে প্রশ্নে চেয়েছে, বা বিগত সালের আসা প্রশ্ন তুলে দিয়ে সরাসরি উত্তর লিখে ফেলেছে। উত্তর লিখে দেয়ার চেয়ে এর সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনারও দরকার ছিলো। সেটার অভাব আছে।

তৃতীয়ত, এটাও সত্য যে, বিভিন্ন জেলার আদালতগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোতে বিন্যস্তকরা হয়ে থাকে ড্রাফটিং; এমনকি ভাষাগত কাঠামোও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলে যিনি যেই কোর্টের সাথে অভ্যস্ত সেই কোর্টের ধরনেই সমাধান দিয়ে থাকেন। এটাই স্বাভাবিক। ফেসবুকে দেখলাম যে, শিক্ষানবিশগণ পরস্পর তর্ক করছেন এবং নিজ নিজ সিনিয়রের করা আরজি ফেসবুকে দেখাচ্ছেন যে, তারটিই সঠিক নিয়মে করা হয়েছে। কিন্তু দুইটিই সঠিক ছিলো। যেমন ধরুন, কোনো

ক্রম		মূল বিষয়বস্তু ও সেগুলোর বিস্তারিত	প্রাসঙ্গিক ধারা / আদেশ / পরিশিষ্ট
১.	The Heading and Title		
	১.১	আদালতের নাম	৭ আদেশ : বিধি ১(ক) + পরিশিষ্ট ক এর ১
	১.২	মামলার নম্বর	৪ আদেশ : বিধি ২
	১.৩	বাদী ও বিবাদীর পরিচয়ের বিস্তারিত	৭ আদেশ : বিধি ১(খ) ও ১(গ)
	১.৪	শিরোনামে মোকদ্দমার মূল বিষয়বস্তু [প্রার্থিত প্রধান প্রতিকার] ও তার মূল্যমান	পরিশিষ্ট ক এর সংখ্যা ৩ এর ১ নং ফরম
	১.৫	'বাদী পক্ষের নিবেদন এই যে,' দিয়ে শুরু করতে হবে	প্রচলিত ধরণ
২.	The Body		
	২.১	মামলার বিষয়বস্তু / ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা	৬ আদেশ : বিধি ২
	২.২	মামলা উদ্ভবের কারণ ও দিন-তারিখ এবং প্রতিকার প্রার্থনার যৌক্তিকতা	৬ আদেশ : বিধি ২ + পরিশিষ্ট ক এর সংখ্যা ৩ এর ১ নং ফরমের ৪ নং ক্রমিক
	২.৩	সংশ্লিষ্ট আদালতের আদি [আর্থিক, আঞ্চলিক বা বিষয়বস্তুর এখতিয়ার] এখতিয়ারসমূহের বর্ণনা, তায়দাদ বর্ণনা ও কোর্ট ফি সম্পর্কে তথ্য	৭ আদেশ : বিধি ১(ঙ) + পরিশিষ্ট ক এর সংখ্যা ৩ এর ১ নং ফরমের ৫ নং ক্রমিক
৩.	The Relief		
	৩.১	প্রতিকার প্রার্থনা	৭ আদেশ : বিধি ১(চ) + পরিশিষ্ট ক এর সংখ্যা ৩ এর ১ নং ফরমের ৬ নং ক্রমিক
৪.	The Footer		
	৪.১	সাক্ষীর তালিকা / সম্পত্তির তফসিল	৭ আদেশ : বিধি ৩
	৪.২	সত্যপাঠ	আদেশ ৬ : বিধি ১৫
	৪.৩	বাদীর স্বাক্ষর	আদেশ ৬ : বিধি ১৪
৫.	The Other Essentials		
	৫.১	কোর্ট ফিস	দ্য কোর্ট ফিস অ্যাক্ট, ১৮৭০ অনুসারে
	৫.২	ওকালতনামা	আদেশ ৩ অনুসারে
	৫.৩	নিযুক্ত আইনজীবীর স্বাক্ষর	আদেশ ৬ : বিধি ১৪
	৫.৪	আরজির প্রতি পৃষ্ঠায় বাদীর স্বাক্ষর	প্রচলিত ধরণ
	৫.৫	ফিরিস্তি ফরম [মানে, আরজির বক্তব্যের সাথে আবশ্যিক সংযুক্ত কাগজপত্রের তালিকা]। [যদি প্রযোজ্য হয়]	আদেশ ৭ : বিধি ৯
	৫.৬	প্রসেস ফি [মানে, সমন পাঠানোর খরচ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় স্ট্যাম্প এবং ডাক পাঠানো সংক্রান্ত উপকরণ]। এছাড়াও মোকদ্দমার ধরণভেদে আরো কিছু যুক্ত হতে পারে।	

আমরা পরের পৃষ্ঠা থেকে এবার বর্ণিত ছক অনুসারে একটি আরজির সরাসরি কপি থেকে বিষয়গুলো মিলিয়ে নেবো; তবে তা দুই দফায়। প্রথমে যে মূল ৪টি অংশের কথা বলা হয়েছে বা শিরোনাম দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে একদফা দেখে নেবো। দ্বিতীয় দফায় উক্ত শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত অংশগুলোকে ডিটেইলে চিনে নেবো।

[৫.১ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে আইন মোতাবেক নির্ধারিত বা প্রয়োজনীয় অ্যাডভেলোরেম ফিস এর স্ট্যাম্প যুক্ত করতে হয়। এটি নির্ধারিত হয় মোকদ্দমার প্রকার অথবা মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়বস্তুর মূল্যের ওপর। সংশ্লিষ্ট আইন কোর্ট ফিস এ্যাক্ট, ১৮৮৭ আইন অনুসারে।

[৫.৪ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে বাদীকে একটি স্বাক্ষর করতে হয়। এই স্বাক্ষরটি কখনো কখনো মূল আরজির প্রতি পৃষ্ঠায় এরকম লম্বালম্বিভাবেই সাধারণত করা হয়।এর কথা কার্যবিধির ৬ আদেশের ১৪ বিধিতে বলা আছে।

[৫.৩ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে দাখিলকারক আইনজীবীর নাম-পরিচয় ও স্বাক্ষর এবং সিল থাকে। এর কথা কার্যবিধির ৬ আদেশের ১৪ বিধিতে বলা আছে।

[১.১ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে আদালতের নাম থাকে। এখানে আদালতের নাম লেখার সময় কোথাও এভাবে লেখা হয় – 'মোকাম : জেলা ঢাকার বিজ্ঞ সহকারী জজ (১) এর আদালত' প্রদর্শিত আরজিতে লেখা আছে এরূপে – 'জেলা রাজশাহীর বিজ্ঞ তানোর থানা পারিবারিক জজ আদালত'।

[১.২ নং এন্ট্রি অনুসারে] এখানে থাকে মোকদ্দমার নম্বর। এই নম্বর সম্পর্কে বলা আছে ৪ নং আদেশের ২ বিধিতে। সেখানে দেওয়ানি মোকদ্দমার রেজিস্টার সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই নম্বরের কথা বলা হয়েছে।

এখানে খেয়াল করুন যে, মোকদ্দমার কোনো নম্বর দেখা যাচ্ছে না। কেননা, আরজি প্রস্তুত হবার পর সংশ্লিষ্ট আদালতের সেরেস্তাদারের কাছে এটি জমা দিলে তিনি এটির সমস্ত কিছু চেক করে নিয়ে উক্ত সিভিল রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করেন এবং তখন নম্বরটি প্রদত্ত হয়।

ফলে, পরীক্ষায় যখন একটি আরজির মুসাবিদা করতে দেবে, তখন মূল নম্বরটির ঘর ফাঁকা রেখে শুধু সালটি লিখবেন, মানে প্রদত্ত নমুনায় যেভাবে লেখা আছে সেভাবে। কিন্তু, জবাব প্রদানের সময় অবশ্যই মোকদ্দমার নম্বরটি পরিপূর্ণভাবেই লিখে দিতে হবে; প্রশ্নের ধরণ অনুসারে সেটি কল্পিত হতে পারে, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বিশ টাকা বাংলাদেশ কোর্ট ফি

বাংলাদেশ কোর্ট ফি দশ টাকা

হাসনেয়ারা

দাখিলকারক 16.11.15 মোঃ মুরাদ হোসেন অ্যাডভোকেট জজ কোর্ট, রাজশাহী

জেলা রাজশাহীর বিজ্ঞ তানোর থানা পারিবারিক জজ আদালত

মামলা নং- /২০১৫

বাদী	বনাম	বিবাদী
নাবালিকা মোসাঃ তাসলিমা খাতুন		মোঃ তোফাজ্জুল হক কারিকর @
পিতা- মোঃ তোফাজ্জুল হক কারিকর @		মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন (২৪)
মোঃ তোফাজ্জুল হোসেন		পিতা- মৃতঃ সামান করিগর @
সাং- দেবীপুর, পোঃ লালপুর		সামান আলী
থানা- তানোর, জেলা- রাজশাহী।		সাং- যোগীশো
পক্ষে মাতা ও বর্তমান অভিভাবক-		পোঃ লালপুর
মোসাঃ হাসনেয়ারা বিবি @ হাসিনা বিবি		থানা- তানোর
পিতা- মৃতঃ নজর আলী দেওয়ান		জেলা- রাজশাহী।
সাং- দেবীপুর, পোঃ লালপুর		
থানা- তানোর, জেলা- রাজশাহী।		

নাবালিকার খোরপোষ বাবদ তায়দাদ = ২৪,০০০/- টাকা।

বাদী পক্ষে নিবেদন এই যে, এই মামলার বাদী নাবালিকা মোসাঃ তাসলিমা খাতুন, জন্ম তারিখ- ০৮/১০/১৩ ইং বিবাদীর ঔরষজাত কন্যা। বিবাদীর সঙ্গে বাদী নাবালিকার মাতা মোসাঃ হাসনেয়ারা খাতুন @ হাসিনা বিবি এর সঙ্গে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক গত ৩০/০৬/২০১২ ইং তারিখে বিবাহ হয়। উক্তরূপে বিবাহ অন্তে তাহাদের দাম্পত্য সম্পর্ক থাকাকালে বিবাদীর ঔরষে গত ০৮/১০/১৩ ইং তারিখে অত্র মামলার বাদী নাবালিকার জন্ম হয়। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে ইতিপূর্বেই বাদীর পিতামাতার মধ্যে সাংসারিক ও ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের কারণে গত ১৯/১০/১৪ ইং তারিখে আপোষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। উক্ত বিবাহ বিচ্ছেদকালীন সময়ে স্থানীয় সামাজিক প্রধানদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে, নাবালিকা বাদী বাস্তব এবং আইনসঙ্গত কারণে বাদীর মাতার তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং বিবাদী যথারীতি প্রতি মাসে বাদীর খোরপোষ বাবদ ৫ বছর বয়স অবধি ২,০০০/- টাকা, ৬ বৎসর থেকে ১০ বছর অবধি ২,৫০০/- টাকা হারে এবং ১০ বছর অন্তে তার বিবাহ না হওয়া কালতক মাসিক ৩,০০০/- টাকা হাই পোষ্ট বা নগদে বাদীর মায়ের নিকট খোরপোষ বাবদ প্রদান করিয়া তাহার প্রাপ্তি স্বীকার লইবে। কিন্তু